লেভ তলস্তয়

পিঁপড়ে ও পায়রা

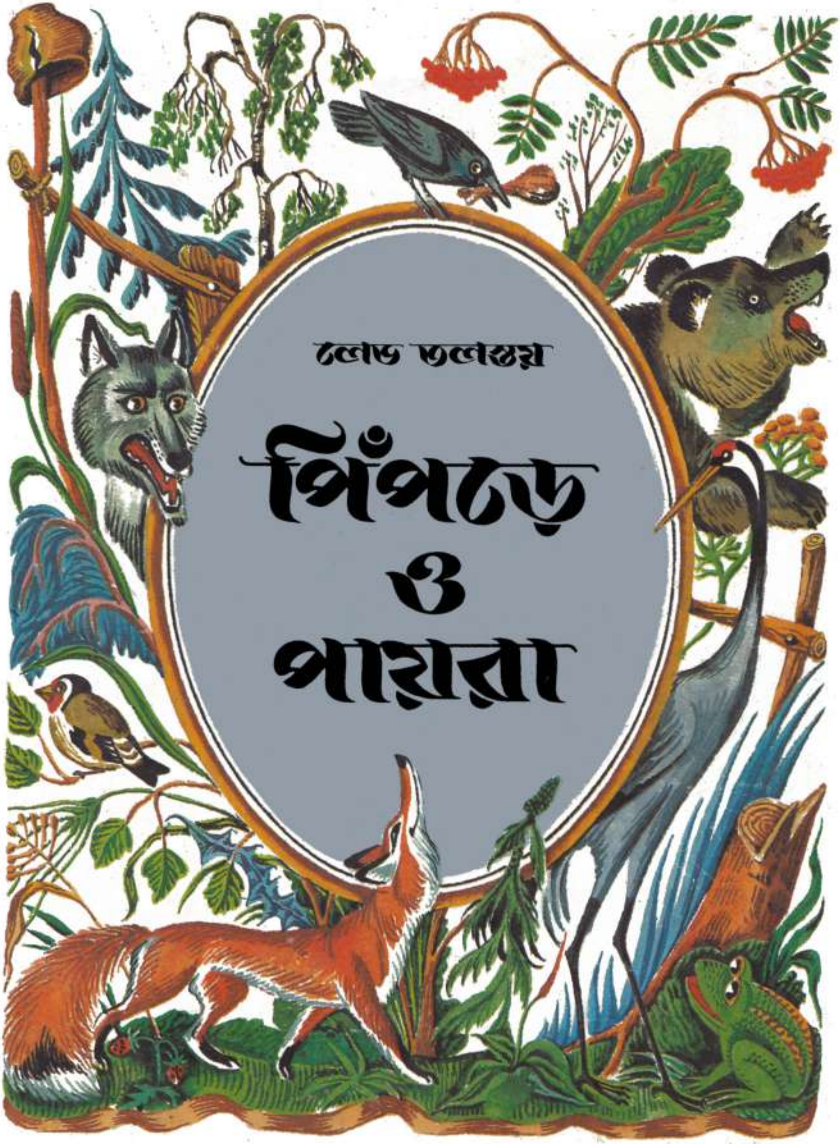

লেভ তলস্তয় পিঁপড়ে ও পায়রা

বিশ্ববিখ্যাত মহান রুশ লেখক লেভ নিকোলাইয়েভিচ তলস্তয়ের কাহিনী ও রূপকথার তিনটি বই 'রাদুগা' প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। শিশুদের জন্যই এগুলি বিশেষভাবে লেখা।

এগুলির মধ্যে সোভিয়েত চিত্রকর আলেক্সেই পাখোমভের অঙ্গসজ্জাকৃত 'শিশু কাহিনী' সব থেকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তোমাদের নিজস্ব মাতৃভাষা ছাড়াও 'শিশু কাহিনী' ৬৭ বার পৃথিবীর ৩০টি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

'তিনটি ভালুক' — ভালুকের কুঁড়েঘরে অনাহূত অতিথি ছোট মেয়ে মাশা-র বিষয়ে লেখা রূপকথা। বিখ্যাত সোভিয়েত চিত্রকর ইউরি ভাসনেৎসভের অঙ্কিত মজার রঙিন চিত্রসহ এই রূপকথাটি শিশুদের খুবই উপভোগ্য।

তৃতীয় বই লেভ তলস্তয়ের 'সিংহ ও কুকুরছানা' চিত্রকর মাইলেন দুভিদভের অংকিত চিত্র সম্বলিত জীবজন্তুর কাহিনী।

লেভ তলস্তয়

পিঁপড়ে ও পায়রা

নীতিকথা

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: কৃষ্ণা রায়
সম্পাদনা: ননী ভৌমিক
ছবি এঁকেছেন মিখাইল রোমাদিন
শিশুদের জন্য

Л. Толстой

МУРАВЕЙ И ГОЛУБКА

На языке бенгали

L. Tolstoy

THE ANT AND THE PIGEON

In Bengali

© Состав, иллюстрации издательство «Детская литература», 1978 г.

© বাংলা অনুবাদ · 'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো ১৯৯০

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-002905-8

সূচী

এদুয়ার্দ বাবায়েভ। সুশিক্ষা ১১

১

ঘোড়া ও ঘুড়ী ১৫
শেয়াল ও সারস ১৬
বাঁদরের ছানারা . . ১৮
নেকড়ে ও কাঠবিড়ালি ২০
ঈগল, কাক ও মেষপালক ২২
দুই মোরগ ও ঈগল . ২৩
পথিক ২৪
ইঁদুর, মোরগ ও বেড়াল ২৬
তিতির ও শেয়াল . ২৮
নেকড়ে ও কুকুর . ৩০
নৌকোডুবি . ৩২

লোভী ইঁদুর ৩৪
ইঁদুর ও ব্যাঙ ৩৫
ব্যাঙ, ইঁদুর ও বাজ ৩৬
মেঠো ইঁদুর ও শহুরে ইঁদুর ৩৭
সাগর, নদী ও ছোটনদী ৩৮
ঈগল ও শেয়াল ৪০
বেড়াল ও শেয়াল ৪২
বাঁদর ও শেয়াল ৪৪
বেড়ালের গলায় ঘণ্টা ৪৬
সিংহ ও গাধা ৪৮
নেকড়ে ও শেয়াল ৪৯
শেয়াল ও নেকড়ে ৫০
চাষী ও ভাগ্যদেবী ৫১

ছোট্ট মেয়ে আর গঙ্গা ফড়িং . ৫২
ঢোঁড়া সাপ ও কাঁটাচুয়া . ৫৩
কাক ও কলসী ৫৪
ছোট্ট পাখি ৫৫

২

মিথ্যাবাদী ৫৭
পিঁপড়ে ও পায়রা ৫৮
কাক ও পায়রার দল ৫৯
ঈগল ও কচ্ছপ ৬০
গাধা ও ঘোড়া . . ৬২

সিংহ ও ইঁদুর ৬৪
গিন্নি আর মুরগি ৬৬
মুরগি ও সোনার ডিম ৬৭
কুকুর, মোরগ ও খেঁকশিয়াল ৬৮
মেষনকুল ৭০
সিংহ, ভালুক ও খেঁকশিয়াল ৭১
নেকড়েবাঘ আর ষাঁড় ৭২
গঙ্গা ফড়িং ও পিঁপড়ে ৭৪
ব্যাঙ ও সিংহ ৭৫

৩

নেকড়ে ও সারস ৭৭
পরিচারিকা ও মোরগ ৭৮
কুকুর ও তার ছায়া . . . ৭৯
হরিণ ও হরিণছানা . . . ৮০
শেয়াল ও আঙুরফল ৮২
মুরগি ও দোয়েল ৮৪
সিংহচর্ম পরিহিত গাধা ৮৫
মালী ও তার ছেলে ৮৬
শেয়াল ও ছাগল ৮৭
সারস ও বক ৮৮
জেলে ও ছোট মাছ ৯০
খরগোশের দল ও ব্যাঙরা ৯২
বাবা ও ছেলেরা ৯৩

৪

শেয়াল	৯৫
মশা ও সিংহ	৯৬
কুকুর ও নেকড়ে	৯৮
বুনো গাধা ও পোষা গাধা	১০০
ঘোড়া ও তার মনিব	১০১
নেকড়ে ও ছাগলী	১০২
শিংয়ালা হরিণ	১০৪
হরিণ ও আঙুরক্ষেত	১০৬
বৃদ্ধ ও মরণ	১০৭
সিংহ ও শেয়াল	১০৮
বেড়াল ও ইঁদুরের পাল	১০৯

৫

দাঁড়কাক ও শেয়াল	১১১
দুই বন্ধু	১১২
চাষী ও জলদেবতা	১১৪
নেকড়ে ও মেষশাবক	১১৬
সিংহ, নেকড়ে ও খেঁকশিয়াল	১১৮
সিংহ, গাধা ও শেয়াল	১২০
নলখাগড়া ও জলপাই গাছ	১২১

৬

বেড়াল ও ভেড়া	১২৩

খরগোশ ১২৪
খরগোশ ও কচ্ছপ ১২৫
ভারুই ও তার ছানারা ১২৬
ময়ূর ১২৮
ভালুক ও মৌমাছি . . . ১৩০
মৌমাছি ও পুরুষমৌমাছি ১৩১
ময়ূর ও সারস . . ১৩২
ভারুই পাখি ও শিকারী ১৩৩
চড়ুই ১৩৪
বাজপাখি ও পায়রার দল ১৩৫
মনিব ও চাকর . ১৩৬
কলসী ও কড়াই ১৩৮
বাদুড় . . ১৩৯
কৃপণ . ১৪০
চাষী আর কুকুর ১৪২
কুকুর ও লাঠি ১৪৩
মেষপালক . ১৪৪
খড়ের গাদায় কুকুর ১৪৬
নেকড়ে ও হাড় . ১৪৭
কুকুর ও চোর . ১৪৮
নেকড়ে ও ঘুড়ী ১৫০
শেয়াল ও নেকড়ে ১৫২
হরিণ ও ঘোড়া . ১৫৩
দুই ব্যাঙ . ১৫৪

নেকড়ে ও শূয়োর ১৫৫
ষাঁড় ও ব্যাঙ ১৫৬
ব্যাঙদের 'রাজা' চাই ১৫৭
বণিক ও চোর ১৫৮
সূর্য ও বায়ু ১৫৯

সুশিক্ষা

বিখ্যাত রুশ লেখক লেভ নিকোলাইয়েভিচ তলস্তয় তাঁর গ্রামাঞ্চলের জমিদারি ইয়াসনায়া পলিয়ানাতে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। শিশুদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং ইয়াসনায়া পলিয়ানার কৃষক সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য তিনি অনেক কাহিনী ও রূপকথা রচনা করেন।

তলস্তয় শিশুদের জন্য লেখা কথা ও কাহিনীগুলিকে 'বর্ণমালা' ও 'পড়ুয়াদের জন্য রুশী বই' নাম দিয়ে দুটি বই করে ছাপান। অনেক শিশুই এই বইগুলির মাধ্যমে লিখতে ও পড়তে শেখে। এগুলির মধ্যেই তলস্তয় উজাড় করেছেন প্রাচীন সাহিত্যকলা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবন থেকে আহরিত অজস্র ইতিহাস ও লোককথা। তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল প্রাচীন গ্রীক ঈশপের ছোটো নীতিকথা।

ঈশপের নীতিকথার অনুবাদে তলস্তয় কখনো প্রবচন ('নৌকোডুবি'), কখনো লোককাহিনীর ('শেয়াল ও তিতির') কাছাকাছি গেছেন, কখনো আবার তাকে দৈনন্দিন জীবন কাহিনীতে ('দুই বন্ধু') পরিণত করেছেন। নীতিকথার ঘটনাগুলিকে তিনি নিজের পরিবেশে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যে সেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে রুশ কাহিনী, লেভ তলস্তয়ের নিজস্ব মৌলিক রচনা।

সাধারণত প্রাচীন গ্রীক উপাখ্যানগুলি নীতিবাক্য দ্বারা শেষ হত। শিশুরা উপাখ্যানটি থেকে নিজেরাই তার যথার্থতা উপলব্ধি করতে ও ভাল শিক্ষার প্রকৃত মর্ম অনুভব করতে পারবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তলস্তয় এই শেষের নীতিবাক্যটিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে কেবলমাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্যগুলি ও বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন।

ঈশপের নীতিকথাগুলি যথাযথভাবে অনুবাদ করার অভিপ্রায়ে তলস্তয় পাচীন গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করেন ও এ বিষয়ে বহু বই পড়েন। ঈশপ সম্পর্কে নানা কাহিনী আছে। কেউ বলেন যে তিনি সুখী লোক, কারণ তিনি প্রকৃতি ও জীবজন্তুর কথা বুঝতে পারেন। আবার অন্যেরা বলেন তিনি ছিলেন অসুখী কারণ তিনি ক্সান্ফ নামে এক ধনীর দাস পরিচারক ছিলেন। কিন্তু মূলকথা এই যে ঈশপ একজন জ্ঞানী ও ভাল দার্শনিক ছিলেন। তিনি তাঁর চরিত্রগুলি দিয়ে কৌশলে জনগণকে হাসাতেন। এবং যত বেশি তারা হাসত তাদের জ্ঞানের বিকাশও হত তত বেশি।

তলস্তয়ের বইয়ের নায়করা বিভিন্ন ধরনের — মানুষ, দেবদেবী ও জীবজন্তু। কিন্তু যে ধরনেরই তারা হোক না কেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থকার সর্বোপরি শিশুদের প্রতি মনোযোগী থেকেছেন। এবং সম্ভবত এই জন্যই অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে তাঁর

নায়করা মুখোশ পরিহিত শিশু। এবং কখনো কখনো হঠাৎ মুখোশের অন্তরাল থেকে চকচকে একজোড়া শিশুর চোখ উঁকি মারে। চিত্রকর মিখাইল রোমাদিন গল্পের এই স্বকীয়তা নিজের চিত্রের মধ্যে অবিকৃতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

এদুয়ার্দ বাবায়েভ।

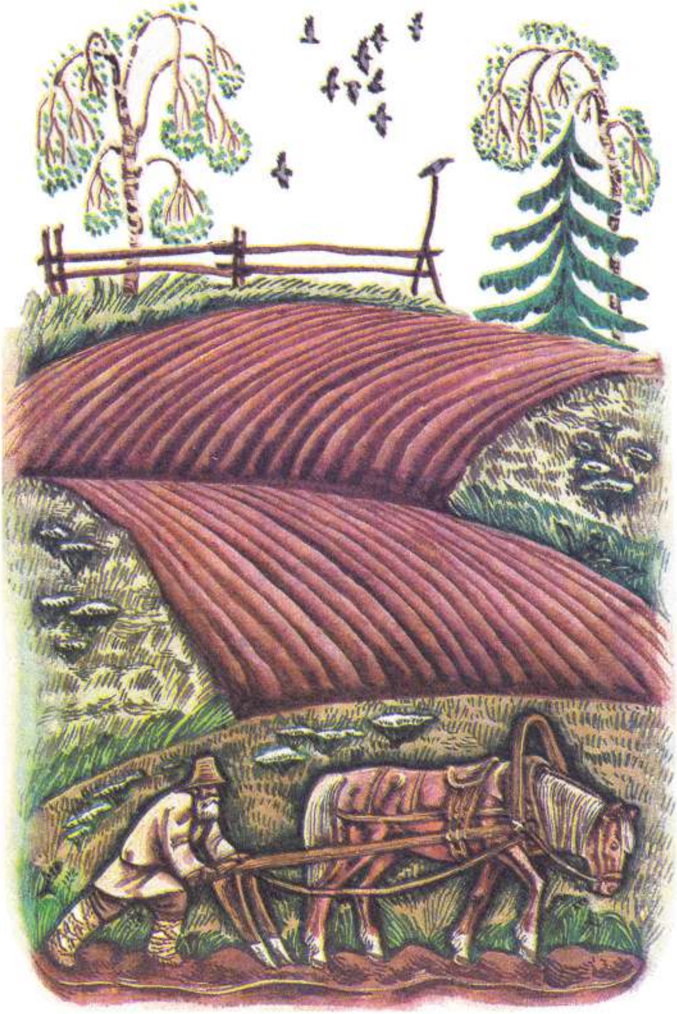

ঘোড়া ও ঘুড়ী

চাষ না করে দিন রাত ঘুড়ী কেবল মাঠে ঘুরে বেড়ায়, আর ঘোড়া সারা দিন মাঠে লাঙ্গল চষে ও কেবল রাত্রে খায়। ১৫

একদিন তাই ঘুড়ী ঘোড়াকে বলল:

'কেন তুমি লাঙ্গল চষ? আমি তোমার মত হলে কখনোই এ কাজ করতাম না। মনিব আমাকে চাবুক মারলে আমি তাকে পিছলে লাথি মারতাম।'

পরদিন ঘোড়া তাই ঘুড়ীর কথা মতো কাজ করল। মনিব দেখল ঘোড়া অবাধ্য হয়েছে, সে ঘোড়ার পরিবর্তে ঘুড়ীকেই জোয়ালে যুতল।

শেয়াল ও সারস

শেয়াল একদিন সারসকে নিমন্ত্রণ করল ও থালায় খেতে দিল পাতলা মাড়। সারস তার লম্বা গলায় থালা থেকে কিছুই খেতে পারল না আর শেয়াল চেটে পুটে খেল সবটুকু। অন্য একদিন শেয়ালকে তার বাড়ী নিমন্ত্রণ জানাল সারস, আর সরুমুখ এক

১৭

কলসিতে খাবার দিল। শেয়াল তাতে মুখ ঢোকাতে পারল না কিন্তু সারস তার লম্বা গলা ঢুকিয়ে দিব্যি সবটুকু একাই খেয়ে নিল।

বাঁদরের ছানারা

এক বাঁদরের ছিল দুটো ছানা। কিন্তু সে তার একটাকেই কেবল ভালোবাসত। একবার লোকে বাঁদরটাকে তাড়া করল, তখন সে তার প্রিয় ছানাটিকে নিয়ে দৌড়ে পালাল, অন্যটিকে সেখানে ফেলে রেখে। অপ্রিয় ছানাটি তখন একটি ঘন ঝোপে লুকিয়ে রইল; পাশ দিয়ে চলে গেল লোকেরা, তাকে দেখতেই পেল না। এদিকে বাঁদর এত দ্রুত এক গাছে লাফ দিল যার ফলে গাছের শাখায় মাথায় আঘাত লেগে তার ছানাটি গেল মরে।

যখন লোকেরা সেখান থেকে চলে গেল তখন বাঁদর চলল তার অপ্রিয় ছানাটির খোঁজে। কিন্তু কিছুতেই সে তাকে খুঁজে পেল না, তাই সে থেকে গেল একেবারে একলাটি।

নেকড়ে ও কাঠবিড়ালি

এক কাঠবিড়ালি গাছের এক শাখা থেকে আর এক শাখায় লাফ দিতে গিয়ে পড়ল একেবারে ঘুমন্ত এক নেকড়ের উপর। নেকড়ে তো তাকে ধরেই খেয়ে ফেলতে চাইল। মিনতি জানাল কাঠবিড়ালি:

'দয়া করে ছেড়ে দিন আমায়।'

নেকড়ে বলল:

'বেশ, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব, কিন্তু তুমি কেবল আমাকে বল কি জন্য তোমরা কাঠবিড়ালিরা সদাই এত স্ফূর্তিবাজ? আমার শুধুই কেবল মন খারাপ, আর তোমরা দেখ কেমন এ গাছ থেকে ও গাছে লাফালাফি করে খেলা করে বেড়াচ্ছ।'

কাঠবিড়ালি বলল:

'প্রথমে আমাকে ছেড়ে দিন, যাতে আমি ঐ গাছটাতে যেতে পারি আর সেখান থেকেই আপনাকে সব কিছু বলব আমি, নাহলে আপনাকে ভীষণ ভয় করছে আমার।'

নেকড়ে কাঠবিড়ালিকে দিল ছেড়ে, আর সে চড়ল এক গাছে আর সেখান থেকে বলল:

'আপনি দুঃখী কারণ আপনি হিংস্র, আর আপনার এই হিংস্রতাই অহরহ আপনার হৃদয়কে পুড়িয়ে মারছে। আর আমরা স্ফূর্তিবাজ এইজন্যই যে আমরা নিরীহ ভাল, কখনোও কারোও কোনো ক্ষতি করি না।'

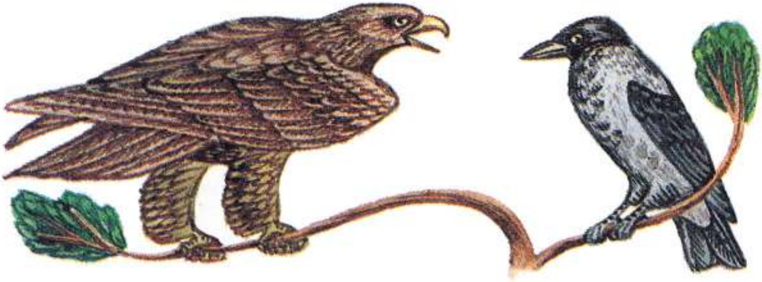

ঈগল, কাক ও মেষপালক

মাঠে ভেড়ার পাল চরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ আকাশ থেকে ধেয়ে এল ঈগল, শক্ত থাবায় এক মেষশাবককে ছোঁ মেরে তুলে নিল। এটা এক কাক দেখে, সেও মাংস খেতে চাইল, বলল:

'এটা কি আর এমন কঠিন ব্যাপার! আমি আরও ভালভাবে এই কাজ করব। বোকা ঈগল ধরল একটা বাচ্চাকে, আর আমি ওই মোটাসোটা ভেড়াটাকেই বেছে নিলাম।'

এই বলে কাক তার থাবা বসাল ভেড়ার লোমে। সে চাইল তাকে ওঠাতে কিন্তু পারল না, এমন কি সে তার থাবাকে ঐ ভেড়ার পুরু লোম থেকে ছাড়াতেও পারল না। মেষপালক এল, সে ভেড়ার গা থেকে কাকের পা টেনে বের করে তাকে মেরে ফেলে দিল।

দুই মোরগ ও ঈগল

দুই মোরগ তাদের লড়াই শুরু করল এক গোবর-গাদার পাশে। এদের একটি ছিল বেশি শক্তিশালী, সে অন্য মোরগটিকে মেরে সেই গোরব-গাদা থেকে তাড়িয়ে দিল। সমস্ত মুরগি তাকে ঘিরে প্রশংসা করতে লাগল। মোরগ চাইল পাশের প্রতিবেশীরাও তার শক্তি ও জয়ের কথা জানুক। এই ভেবে সে উড়ে গেল এক চালাতে, ডানার ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল:

'সকলে দেখো আমাকে, আমি একটি মোরগকে পিটিয়েছি, আমার মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই।'

কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই উড়ে এল ঈগল, মোরগকে মেরে শক্ত থাবায় নিয়ে চলল তার নিজের বাসায়।

পথিক

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক বুড়ো ও এক যুবক। তারা দেখতে পেল রাস্তায় পড়ে আছে এক টাকার থলি। যুবকটি থলিটি কুড়িয়ে নিয়ে বলল:

'ভগবান আমার জন্য এটি দিয়েছেন।'

আর বুড়ো তখন বলে উঠল:

'এস দুজনে মিলেই এটা ভাগ করে নেওয়া যাক।'

যুবকটি বলল:

'না, আমি একাই এটা পেয়েছি।'

বুড়ো আর কিছু বলল না। তারা আরও কিছুদূর চলল। হঠাৎ শুনতে পেল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আর লোকের চিৎকার:

'কে টাকার থলি চুরি করেছে?'

যুবকটি ভয় পেয়ে বলল:

'আমাদের কি হবে খুড়ো? এই পুঁটলিটির জন্য যাতে আমাদের বিপদ না হয় এস সেই কথা ভাবা যাক।'

'এটা তোমার একার, আমাদের নয়, আর বিপদও শুধু তোমারই, আমাদের নয়।'

লোকে যুবকটিকে পাকড়াও করে শহরে নিয়ে চলল বিচারের জন্য আর বুড়ো চলল তার বাড়ির দিকে।

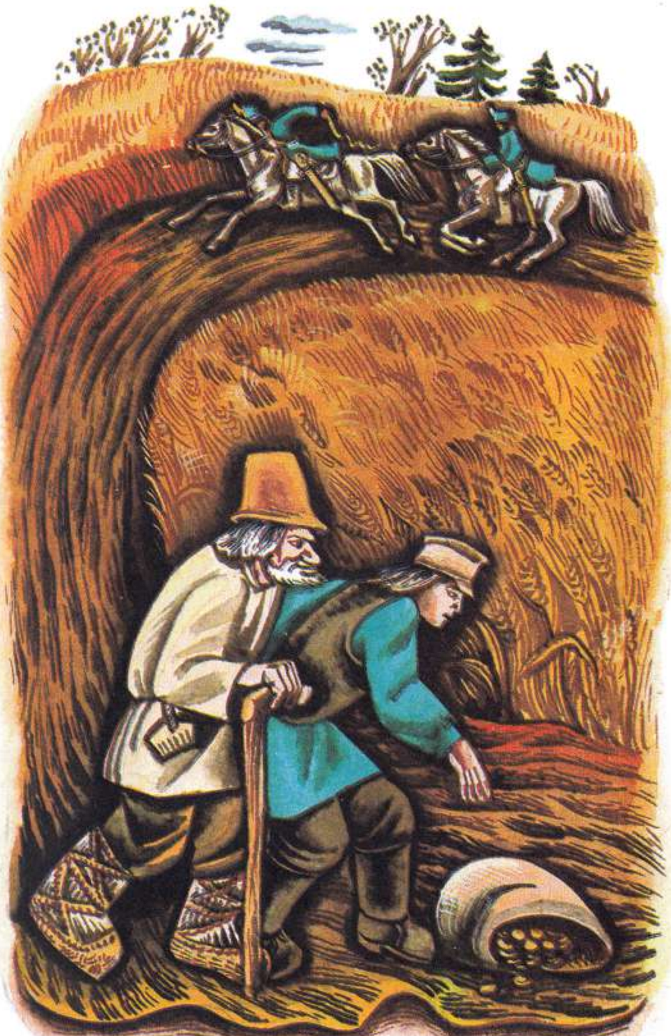

ই'দুর, মোরগ ও বেড়াল

ই'দুরছানা ঘুরতে বেরোল। এদিক সেদিক ঘোরাঘুরির পর আবার ফিরে এল তার মায়ের কাছে।

'মাগো মা, আমি দুটো জীবকে দেখলাম যাদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর আরেকটা ভাল।'

মা বলল:

'কেমন এরা বল দেখি।'

ই'দুরছানা বলতে লাগল:

'একমাত্র ভয়ংকর জীবটা ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠোনে। তার পাগুলো কালো কালো, মাথায় বসানো লাল ঝুঁটি, প্যাটপেটে চোখ আর বাঁকানো নাক। যখন আমি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম সে তার ঠোঁট ফাঁক করল আর পা উঁচু করে এমন জোরে হাঁক দিল যে ভয়ের চোটে আমি কোথায় পালাব ভেবেই পাই না।'

'আরে এটা যে মোরগ,' মা বলল। 'ওকে ভয় কোর না, ও কখনও কারও ক্ষতি করে না। কিন্তু অন্য জন্তুটা?'

'অন্যটা শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। সাদা গলা ধূসর পায়ের পাতা আর সাদা বুক চেটে আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সে তার লেজ নাড়াচ্ছিল।'

'আরে হাঁদা এযে বেড়াল।'

তিতির ও শেয়াল

গাছে বসে ছিল এক তিতির। শেয়াল তার কাছে এসে বলল:

'নমস্কার তিতিরভাই, তোমার মধুর গলা শুনে আমি এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে।' তিতির বলল:

'ধন্যবাদ!'

শেয়াল শুনতে না পাওয়ার ভান করে বলল:

'কি বলছ আমি শুনতে পাচ্ছি না। তুমি এই ঘাসের মধ্যে নেমে এস না কেন, একটু বেড়িয়ে নাও, আমার সঙ্গে কথা বল, ওখান থেকে আমি তোমার কথা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

তিতির বলল:

'ঘাসের মধ্যে নামতে আমি ভয় পাচ্ছি। আমাদের পাখিদের কাছে মাটিটা তত নিরাপদ নয়।'

'নাকি তুমি আমাকে ভয় পাচ্ছ?' বলল শেয়াল।

'ঠিক তোমাকে নয়, তবে এমন অন্য জীবকে ভয় পাই সত্যিই,' বলল তিতির। 'জানই তো কত রকম জানোয়ারই না আছে।'

'নাহে বন্ধু তিতির, নতুন আইন জারি হয়েছে যার ফলে সকলেই সবখানে এখন নিরাপদে থাকতে পারে। সেই জন্যই প্রাণীদের এখন আর কাউকে ভয় করার দরকার নেই।'

'এটা বেশ ভাল কথা,' বলল তিতির। 'ঐ একদল কুকুর আসছে, তোমাকে এখন আর ভয় পেয়ে আগের মতো ছুটে পালাতে হবে না।'

কুকুরদের কথা শুনে শেয়াল তার কান খাড়া করে পালাতে চাইল।

'কোথায় চললে?' বলল তিতির। 'আইন বলে কুকুরদের এখন সাধ্য নেই তোমাকে স্পর্শ করে।'

'কে জানে।' বলল শেয়াল। 'বোধ হয় এখনও তারা আইনের কথা শোনে নি।'

এই বলে সে পালিয়ে গেল।

নেকড়ে ও কুকুর

এক ক্ষুধার্ত শীর্ণ নেকড়ে গ্রামের আশে পাশে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক মোটাসোটা কুকুরকে দেখতে পেল। নেকড়ে কুকুরকে জিজ্ঞাসা করল:

'বল তো তোমরা কোথা থেকে খাবার যোগাড় কর?'

কুকুর বলল:

'লোকে আমাদের খেতে দেয়।'

'এটা ঠিক যে তোমরা তাদের জন্য কঠিন পরিশ্রম কর?'

'না, আমাদের কাজটা তত কঠিন নয়,' বলল কুকুর। 'আমাদের কাজ হল রাত্রিতে বাড়ি পাহারা দেওয়া।'

'কেবলমাত্র এই জন্যই তারা তোমাদের খেতে দেয়?' জিজ্ঞাসা করল নেকড়ে। 'আমি তাহলে এই কাজের জন্য এখনি রাজি, কারণ আমাদের নেকড়েদের পক্ষে খাবার যোগাড় করাটা কঠিন ব্যাপার।'

'ঠিক আছে, তাহলে আমার সঙ্গে এস। আমার প্রভু তোমাকেও খাওয়াবে।' বলল কুকুর।

নেকড়ে খুশি হয়ে মানুষের কাজ করার জন্য কুকুরের সঙ্গে চলল। প্রায় ফটকের কাছাকাছি এসে সে কুকুরের গলায় দাগ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল:

'এটা তোমার কিসের দাগ?'

'ও কিছু নয়।'

'তার মানে কি?'

'এটা শিকলের দাগ। দিনের বেলায় আমি শিকলে বাঁধা থাকি। শিকলের ঘষায় খানিকটা লোম চটে গেছে।'

'তাহলে বিদায়, ভাই কুকুর! আমি আর লোকের সঙ্গে বাস করতে চাই না। স্বাধীনতা হারিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে অনাহারে থাকা ঢের ভালো।'

নৌকোডুবি

একদল জেলে নৌকোতে করে চলেছিল। এমন সময় উঠল ভীষণ তুফান। তারা খুব ভয় পেয়ে বৈঠা ফেলে ভগবানের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। নৌকো তখন নদীতে তীর থেকে অনেক দূরে ভেসে যেতে লাগল। তখন একজন বৃদ্ধ জেলে বলল:

'কেন তোমরা দাঁড় ফেলে দিলে? আর ভগবানকে ডাকছ সাহায্যের জন্য! ভগবান সাহায্য করেন তাদেরই যারা নিজেদের সাহায্য করে।'

লোভী ইঁদুর

এক ইঁদুর ঘরের মেঝে খুঁড়ে এক গর্ত তৈরি করল। এই গর্তের ভেতরে ঢুকে সে অনেক খাবার দেখতে পেল। লোভী ইঁদুর এত বেশি খেল যে তার পেট ফুলে জয়ঢাক। এদিকে রাত শেষে দিন শুরু। ইঁদুর চাইল তার নিজের গর্তে ঢুকতে, কিন্তু ভুঁড়িটা তার এতই বড় হয়েছে যে ঐ গর্তে সে কিছুতেই আর ঢুকতে পারল না।

ইঁদুর ও ব্যাঙ

এক ইঁদুর চলল ব্যাঙের কাছে। ব্যাঙের সঙ্গে তার দেখা হল জলের ধারে। মহা সমাদরে ব্যাঙ জলের নিচে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল তাকে। ইঁদুর যেতে গেল সেখানে। কিন্তু গভীর জলে হাবুডুবু খেয়ে কোনক্রমে নিজেকে বাঁচাতে পারল সে।

'ভবিষ্যতে আর কখনও অচেনা লোকের অতিথি হব না,' বলল সে।

ব্যাঙ, ইঁদুর ও বাজ

একদা এক ব্যাঙ ও ইঁদুরের মধ্যে খুব জোর ঝগড়া শুরু হল। ঢিপিতে উঠে তারা, নিজেদের লড়াই শুরু করে দিল। বাজপাখি দেখল এই অবস্থায় তারা তাকে একেবারে ভুলে গেছে। সে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজনকেই তুলে নিল একসঙ্গে।

মেঠো ইঁদুর ও শহুরে ইঁদুর

একবার এক গণ্যমান্য শহুরে ইঁদুর এল এক সাধারণ মেঠো ইঁদুরের কাছে। মেঠো ইঁদুর বাস করত এক মাঠে। সে তার অতিথিকে খেতে দিল যা তার ছিল — মটর ও গমের দানা। গণ্যমান্য ইঁদুর একটু খুঁটে খেয়ে বলল:

'তোমার খাবার এত দীনহীন বলেই তুমি এমন রোগা। এস আমার কাছে, দেখ কিভাবে আমরা থাকি।'

তখন মেঠো ইঁদুর চলল শহুরে ইঁদুরের কাছে। রাতের জন্য তারা মেঝের নিচে অপেক্ষা করল। লোকেরা এসে খেয়ে চলে গেল। তখন শহুরে ইঁদুর তার অতিথিকে খাবার ঘরে নিয়ে চলল এক গর্ত দিয়ে। তারা দুজনেই চড়ে বসল টেবিলের উপর। সাধারণ মেঠো ইঁদুর জীবনে কখনও এমন ভালো খাবার চোখেও দেখে নি। সে বলল:

'তুমি ঠিক বলেছ, আমাদের জীবন খুবই খারাপ। আমিও শহরে বাস করতে চলে আসব।'

একথা বলতে না বলতেই টেবিল কেঁপে উঠল আর দরজা দিয়ে মোমবাতি হাতে নিয়ে ইঁদুর ধরতে লোক ঢুকল ঘরে। তারা কোনক্রমে গর্তে ঢুকে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছিল।

'না,' বলল মেঠো ইঁদুর। 'এর চেয়ে আমার মাঠে বাস ঢের ভাল। সেখানে এমন মিষ্টি খাবার নেই ঠিকই, তবে এমন ভয়ের কোন কারণ নেই।'

সাগর, নদী ও ছোটনদী

একজন লোক আরও একজনের সঙ্গে তর্ক করে বলল সে প্রচুর পান করতে পারে। সে বলল:

'আমি পুরো সাগরটাই পান করে ফেলতে পারি।'

'কিছুতেই তুমি তা পার না।'

'নিশ্চয়ই পারি। এস বাজি ধরা যাক! এক হাজার রুবল বাজিতে আমি পুরো সাগর পান করতে পারি।'

পরদিন সকালে সবাই মিলে সেই লোকটির কাছে এসে হাজির।

'কী হে! যাও সমুদ্র পান কর অথবা এক হাজার রুবল দাও।'

সে বলল:

'আমি বলেছিলাম সমুদ্র পান করব, কিন্তু নদীকেও পান করব এমন কথা তো আমি বলি নি। নদী ও ছোটনদীতে বাঁধ দাও যাতে এর জল সমুদ্রে না পড়ে তবেই আমি সমুদ্রকে পান করব।'

ঈগল ও শেয়াল

এক ঈগল এক শেয়ালছানা ধরে নিয়ে চলল। শেয়াল মা গভীর দুঃখে অনেক কাকুতিমিনতি করল। কিন্তু ঈগল তা শুনল না। সে ভাবল, 'অনেক উঁচুতে পাইন গাছে আমার বাসা। শেয়াল আমার কি আর ক্ষতি করতে পারবে? সে আমার নাগালই পাবে না।' এই ভেবে ছানাটিকে নিয়ে চলল। শেয়াল মা দৌড়ে গেল মাঠে, লোকের

কাছ থেকে আগ্‌ন নিয়ে পাইন গাছে বয়ে আনল। সে সবে গাছে আগ্‌ন লাগাতে যাচ্ছে। এমন সময় ঈগল ক্ষমা চেয়ে তাকে তার বাচ্চা ফেরত দিল।

বেড়াল ও শেয়াল

এক বেড়াল শেয়ালকে বলছিল কিভাবে কুকুরদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

'আমি কুকুরদের মোটেই ভয় পাই না,' বলল বেড়াল, 'কেন না আমার একটা কৌশল জানা আছে।'

আর শেয়াল বলল:

'মাত্র একটা কৌশলের সাহায্যে কিভাবে তুমি কুকুরদের হাত এড়াও? আমার জানা আছে এমন সাতাত্তরটি কৌশল।'

যখন তারা কথাবার্তা বলছিল সেই সময় একদল শিকারী তাদের কুকুর নিয়ে সেই পথে যাচ্ছিল। বেড়াল তার জানা একটিমাত্র উপায়ই ব্যবহার করল। সে একটি গাছে চড়ে বসল আর কুকুরেরা তার নাগল পেল না। আর শেয়াল তার জানা সবগ্‌লো উপায়কেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করল কিন্তু কোনটাই তার কাজে এল না এবং কুকুরেরা তাকে ধরে ফেলল।

বাঁদর ও শেয়াল

একদিন জন্তুরা সকলে মিলে বাঁদরকে তাদের নেতা নির্বাচন করল। শেয়াল বাঁদরের কাছে এসে বলল:

'তুমি এখন আমাদের প্রধান, আমি তোমার সেবা করতে চাই। এই বনের মধ্যে এক জায়গায় আমি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি, চল আমি তোমাকে দেখাব।'

বাঁদর খুব খুশি হয়ে শেয়ালের সঙ্গে চলল। শেয়াল বাঁদরকে এক ফাঁদের কাছে এনে বলল:

'এই সেই জায়গা। তুলে নাও সব, তোমার আগে আমি কিছু নিতে চাই না।'

বাঁদর যেই না ঐ ফাঁদে তার থাবা ঢুকিয়েছে অমনি সে ধরা পড়ে গেল। তখন শেয়াল ছুটে অন্য জন্তুদের কাছে গেল এবং বাঁদরকে দেখিয়ে বলল:

'দেখ তোমরা এমন নেতা নির্বাচন করেছ যে কিনা ফাঁদে ধরা পড়ে এমনই তার বুদ্ধি।'

বেড়ালের গলায় ঘণ্টা

বেড়ালের ভয়ে ইঁদুরেরা অস্থির। প্রতিদিন সে দুটো তিনটে করে ইঁদুর মারতে লাগল। সেই জন্য একদিন সব ইঁদুর মিলে এক সভায় জড়ো হল, কিভাবে এই বেড়ালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বের করবার সিদ্ধান্ত নিতে। অনেক আলোচনা হল কিন্তু কোনই উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না।

তখন একটি ছোট্ট ইঁদুর বলল:

'বেড়ালের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় আমি তোমাদের বলতে পারি। দেখ আমরা মারা পড়ি এই জন্য কারণ কখন সে থাবা মেলে আমাদের কাছে আসছে তা আমরা টেরই পাই না। বেড়ালের গলায় একটা ঘণ্টা বাঁধা দরকার, যার আওয়াজ হবে। তাহলে যখন সে গুঁড়ি মেরে আমাদের দিকে এগোতে চেষ্টা করবে আমরা বুঝতে পারব, পালিয়ে যাব।'

'এটা খুবই ভালো কথা,' বলল এক বুড়ো ইঁদুর। 'কিন্তু কাউকে তো বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধতে হবে। তোমার বুদ্ধিটা খুবই ভালো — সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাব তখনই যখন তুমি বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে।'

সিংহ ও গাধা

একদিন সিংহ গাধাকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরোল। সে বলল:

'যাও বনে গিয়ে যত জোরে পার চেঁচাও। তোমার গলা খুব চড়া। এই চীৎকারে জন্তুরা যখন ছুটে পালাতে যাবে আমি তাদের ধরব।'

গাধাকে যা বলা হল সে তাই করল আর বনের জন্তুরা এদিক ওদিক ছুটতে শুরু করল। আর সিংহ তাদের ধরে ফেলল। এর পর সিংহ গাধাকে বলল:

'চমৎকার! তুমি খুব ভাল চেঁচিয়েছ।'

সেই থেকে গাধা চেঁচায় আর অপেক্ষা করে প্রশংসার জন্য।

নেকড়ে ও শেয়াল

এক নেকড়ে একবার কুকুরদের তাড়ায় কোন এক গিরিখাতে লুকাতে চাইল। কিন্তু ঐ গিরিখাতে বসেছিল এক শেয়াল। সে দাঁত খি'চিয়ে বলে উঠল:

'এটা আমার জায়গা, কিছুতেই আমি তোমাকে এখানে ঢুকতে দেব না।'

নেকড়ে এ নিয়ে কোন বাক বিতণ্ডা তর্ক না করে শুধু বলল:

'কুকুরেরা যদি এত কাছে না থাকত তাহলে এখনি আমি তোমাকে দেখাতাম এ জায়গা কার! কিন্তু এখন অবস্থাগতিকে দেখা যাচ্ছে তুমিই ঠিক।'

শেয়াল ও নেকড়ে

এক শেয়াল একবার নীলমাছির কামড়ে অস্থির হয়ে তাদের হার থেকে রেহাই পাবার এক উপায় বের করল। সে নদীতে গিয়ে ধীরে ধীরে তার লেজের ডগাটা একটু একটু করে ডুবাতে শুরু করল। নীলমাছির ঝাঁক লেজ ছেড়ে তার পিঠে বসল। তখন সে পিছনের পা জলে ডোবাল। মাছিরা তখন পিঠের আরও উঁচু অংশে, ঘাড় ও মাথায় বসতে লাগল। তখন শেয়াল জলের আরো গভীরে গেল যাতে তার সমস্ত দেহটাই জলে ডুবে কেবল মাথাটাই দেখা যেতে লাগল। মাছির দল এবার বসল গিয়ে একেবারে তার নাকের ডগায়। শেয়াল এবার ঝাঁপ দিল জলে আর মাছির দল পড়ে রইল তীরে। সে সাঁতরে উঠল গিয়ে অন্য পারে।

এই না দেখে নেকড়ে ভাবল সে আরও ভাল কিছু করবে আর তাই সোজা ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল জলে। জলের তলে থাকল সে অনেক সময়, ভাবল মাছিরা নিশ্চয়ই এতে জলে ডুবে মারা গেছে। এই না ভেবে যেই সে জলের নীচ থেকে উপরে উঠেছে, আর যায় কোথা! মাছির দল সজীব হয়ে উঠে আবার তাকে মোক্ষমভাবে কামড়াতে শুরু করল।

চাষী ও ভাগ্যদেবী

এক চাষী গেল মাঠে ঘাস কাটতে, আর ঘুমিয়ে পড়ল সেখানেই। এমন সময় ভাগ্যদেবী এসে বলল:

'দেখ, কাজের সময় সে এখন ঘুমাচ্ছে; ফলে সারা বছরের বিচালি থাকবে না। আর তখন সে দুষবে আমাকেই, বলবে, ভাগ্যদেবী আমার প্রতি সদয় নয়।' '

ছোট্ট মেয়ে আর গঙ্গা ফড়িং

এক ছোট্ট মেয়ে একবার এক গঙ্গা ফড়িংকে ধরে তার পা ভাঙতে চাইল। তার বাবা তাকে বলল:

'ভোরবেলায় এরাই সন্দর গান করে।'

মনে পড়ল মেয়েটির সে কথা, আর তাই সে ছেড়ে দিল তাকে।

ঢোঁড়া সাপ ও কাঁটাচুয়া

কাঁটাচুয়া ঢোঁড়া সাপের কাছে এসে বলল:

'সাপভাই একটু সময় আমাকে তুমি তোমার বাড়িতে থাকতে দেবে?'

সাপ রাজী হল। তখন কাঁটাচুয়া গুঁড়ি মেরে ঢুকল তার বাড়িতে। কিন্তু সাপের বাচ্চাদের এতে খুবই অসুবিধা হতে লাগল। তখন সাপ কাঁটাচুয়াকে বলল:

'তোমাকে আমি কিছু দিনের জন্যে থাকতে দিয়েছিলাম — এবার তাহলে হল। তোমার কাঁটায় আমার ছেলেপিলেদের বড়ো খোঁচা লাগছে।'

কাঁটাচুয়া বলল:

'আমি এখানে চমৎকার আছি, যদি তোমার ছেলেপিলেদের এখানে অসুবিধা হয় তারা অবশ্যই অন্যত্র যেতে পারে।'

কাক ও কলসী

এক কাকের খুব জলপিপাসা পেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে আঙিনায় সে একটি জলের কলসী দেখতে পেল। কিন্তু তাতে জল ছিল একেবারে তলায়। কাক তার নাগাল পেল না কিছুতেই। তখন সে কলসীর মধ্যে ছোট ছোট নুড়ি পাথর ফেলতে লাগল, যতক্ষণ পর্যন্ত না জল কলসীর কানা পর্যন্ত উঠে আসে। তখন সহজেই সে জলপান করে তার তৃষ্ণা মেটাল।

ছোট্ট পাখি

গাছের ডালে বসেছিল ছোট্ট এক পাখি। নিচে ঘাসের মধ্যে ছিল শস্যদানা।

'আমি ঐ দানাটি তুলে আনব,' বলল সে।

এই বলে যেই সে উড়ে নেমে নেমে এল দানাটি তুলবার জন্য অমনি ধরা পড়ল জালে।

'কেন আমি ফাঁদে পড়লাম?' বলল ছোট্ট পাখি। 'বাজপাখিরা জীবন্ত পাখিদের ধরে কিন্তু তাদের কিছুই হয় না। কিন্তু আমি মাত্র একটি দানার জন্য জালে ধরা পড়লাম।'

মিথ্যাবাদী

এক রাখাল বালক তার ভেড়ার পাল চরাচ্ছিল মাঠে। একবার সে হঠাৎ মজা করে চীৎকার শুরু করল:

‘নেকড়েবাঘ, কে কোথায় আছ বাঁচাও আমাকে!’

গ্রামের লোকে এই চীৎকার শুনে দৌড়ে এসে দেখে সব ফাঁকি কথা। এমনই ঘটল দুবার অথবা তিনবার। এর পর একদিন সত্যিই নেকড়ে এসে হানা দিল।

রাখাল বালক প্রাণভয়ে চেঁচাতে লাগল:

‘তাড়াতাড়ি এস সবাই, নেকড়ে!’

গ্রামের লোকে তার চীৎকারে কোন কর্ণপাত করল না, ভাবল আগের মত এবারও সে একই তামাসা করছে।

নেকড়ে দেখল ভয়ের কোন কারণ নেই, তাই সে একে একে গোটা পালটাকেই শেষ করল।

পিঁপড়ে ও পায়রা

এক পিঁপড়ে জলপান করতে নদীতে চলল। ঢেউ এসে ওকে প্রায় ডোবায়।

এমন সময় ঠোঁটে করে গাছের ডাল নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এক পায়রা। সে দেখল পিঁপড়ে প্রায় ডুবে যাচ্ছে। তাই সে গাছের ডালটি পিঁপড়ের কাছে নদীতে ফেলে দিল। পিপঁড়ে এই ডালে বসে নিজেকে বাঁচাল।

এর পর একদিন শিকারী জাল ছুঁড়ে পায়রাকে প্রায় ধরে ফেলছিল আর কি! পিঁপড়ে দেখতে পেয়ে শিকারীর পায়ে এমন কামড় বসাল যে শিকারী যন্ত্রণায় কাৎরে উঠে জাল ফেলে দিল। পায়রা উড়ে পালাল ডানা ঝটপটিয়ে।

কাক ও পায়রার দল

কাক দেখল পায়রারা খায় ভাল। তাই সে নিজেকে সাদা রঙে চিত্রিত করে পায়রার খাঁচায় উড়ে গেল। পায়রারা প্রথমে তাকে নিজেদেরই একজন ভেবে ভেতরে ঢুকতে দিল। কিন্তু কাক সব ভুলে কাকের স্বরে ডেকে উঠল। তখন পায়রারা সব বুঝতে পেরে ঠোকর মেরে তাকে তাড়িয়ে দিল। কাক তখন উড়ে চলল নিজের দলের কাছে। কিন্তু তার সাদা রঙের জন্য তারাও তাকে ভয় পেয়ে তাড়িয়ে দিল।

ঈগল ও কচ্ছপ

একবার এক কচ্ছপ ঈগলকে অনুরোধ করল তাকে ওড়া শেখাতে। কিন্তু ঈগল মানা করল কেননা এটা তার সাজে না। কিন্তু কচ্ছপ মানবে না কিছুতেই, বারবার মিনতি জানায় ঈগলকে। তাই ঈগল তাকে তুলে নিল তার শক্ত থাবায় ও উড়ে চলল। উপরে উঠে সেখান থেকে তাকে নিচে ছেড়ে দিল। কচ্ছপ পড়ল এসে শক্ত পাথরে আর টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

গাধা ও ঘোড়া

একটি লোকের এক গাধা ও এক ঘোড়া ছিল। একদিন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গাধা ঘোড়াকে বলল:

'আমার বোঝাটা বেজায় ভারী! পুরো রাস্তা আমি এটা বইতে পারব না, আমার কাছ থেকে অন্তত একটু কিছু নাও।'

কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই রাজী হল না। গাধা বেচারা বোঝার ভারে পড়ে মরে গেল। তখন মালিক গাধার সমস্ত বোঝা এমন কি গাধার চামড়া পর্যন্ত ঘোড়ার কাঁধে চাপাল।

'হায় কি কষ্ট আমার! গাধাকে সামান্য সাহায্য করতে রাজী হলাম না আর এখন তার চামড়া অবধি বইতে হচ্ছে আমাকে!' বলল ঘোড়া।

সিংহ ও ইঁদুর

এক সিংহ ঘুমাচ্ছিল। ইঁদুর তার উপর দিয়ে দৌড়ে গেল। ঘুম ভেঙে গেল সিংহের আর ইঁদুরকে ধরে ফেলল সে। ইঁদুর তখন তাকে ছেড়ে দেবার জন্য মিনতি করল। সে বলল:

'যদি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও আমি তোমার ভাল করব।'

একথা শুনে সিংহ খুব জোরে হেসে উঠল ও ইঁদুরকে ছেড়ে দিল।

এর পর একদিন শিকারীরা সিংহকে ধরে এক গাছের সাথে বেঁধে রাখল। ইঁদুর সিংহের গর্জন শুনে ছুটে এল ও দড়ি কেটে তাকে বাঁধনমুক্ত করল, আর বলল:

'মনে আছে তুমি কেমন হেসেছিলে; ভেবেছিলে আমি ভাল কিছু করতে পারব না। এখন দেখলে তো ছোট্ট ইঁদুরও ভাল কিছু কাজ করতে পারে।'

গিন্নি আর মুরগি

এক মুরগি রোজ ডিম পাড়ত একটি করে। এই না দেখে তার মালিকানী ভাবল যদি তাকে আরও ভাল খাওয়ান যায় তবে সে দুটো করে ডিম দেবে। যেইমতো ভাবা সেইমতো কাজ। কিন্তু বেশি খেয়ে মুরগি এতো মোটা হল যে সে ডিম পাড়া একেবারেই বন্ধ করল।

মুরগি ও সোনার ডিম

এক মালিকের ছিল এক মুরগি, যে রোজ সোনার ডিম পাড়ত। মালিক একসাথে অনেক সোনা পাওয়ার আশায় একদিন মুরগিকে মেরে ফেলল। ভাবল পেটের ভেতর আছে অনেক সোনাদানা। কিন্তু হায়! এ যে অন্য সাধারণ মুরগির মতো একই রকম।

কুকুর, মোরগ ও খেঁকশিয়াল

এক কুকুর ও এক মোরগ একসাথে তাদের সফর শুরু করল। সন্ধ্যাবেলায় মোরগ গাছে চড়ে ঘুমাতে গেল আর কুকুর ঐ গাছের মূলের নীচে থাকল। সময় হলে মোরগ ডাকতে আরম্ভ করল। খেঁকশিয়াল তাই শুনে ছুটে এল ও মোরগকে নিচে নেমে আসার জন্য অনুরোধ করল যাতে সে তার এমন সুন্দর গলার স্বরের জন্য শ্রদ্ধা জানাতে পারে।

মোরগ বলল:

'প্রথমে দরোয়ানকে জাগানো দরকার, সে ঘুমাচ্ছে এই গাছেরই তলায়। আগে দরজা খুলে দাও, তখনই আমি নিচে নামব।' খেঁকশিয়াল তখন দরোয়ান খুঁজতে লাগল ও চেঁচাতে শুরু করল। কুকুর জেগে উঠে খেঁকশিয়ালের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে শেষ করে দিল।

মেরুনকুল

এক মেরুনকুল এক কামারের বাড়ি গিয়ে জিব দিয়ে তার উখা চাটল। ফলে তার জিব কেটে রক্ত পড়তে লাগল। এতে মেরুনকুল খুশি হয়ে ভাবল যে রক্ত বার হচ্ছে ঐ উখা থেকে। তাই এইভাবেই সে তার পুরো জিবটাকেই নষ্ট করে ফেলল।

সিংহ, ভালুক ও খেঁকশিয়াল

একবার এক সিংহ ও ভালুকের মধ্যে এক টুকরো মাংসের জন্য বিষম লড়াই শুরু হয়। কেউই হার মানতে রাজী নয়। এইভাবে লড়াই চলল অনেকক্ষণ ধরে ও অবশেষে উভয়েই ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। এক খেঁকশিয়াল এতক্ষণ ধরে এসব লক্ষ্য করছিল। সে এবার সুযোগ বুঝে মাংসের টুকরো নিয়ে চম্পট দিল।

নেকড়েবাঘ আর বুড়ি

এক ক্ষুধার্ত নেকড়ে খাবার খুঁজে বিড়াচ্ছিল। গাঁয়ের সীমানায় এসে সে এক শিশুর কান্না শুনতে পেল আর শুনল এক বুড়ি তাকে বলছে:

'যদি তুমি কান্না না থামাও তাহলে আমি তোমাকে নেকড়ের কাছে দিয়ে আসব।'

একথা শুনে নেকড়ে আর বেশিদূরে এগোল না। সে অপেক্ষা করতে লাগল কখন ছেলেটি তাকে দেওয়া হয় তার জন্য।

রাত হল। নেকড়ে তবুও অপেক্ষা করতে লাগল। তখন হঠাৎ সে বুড়ির গলা শুনতে পেল। ঐ সে বলছে:

'সোনা আমার আর কেঁদ না, আমি তোমাকে নেকড়ের কাছে দেব না; যদি সে আসেই তক্ষুনি আমরা তাকে মেরে ফেলব।'

নেকড়ে ভাবল:

'এখানকার লোকেরা দেখছি বলে একরকম আর করে অন্য।' এই বলে সে তার নিজের পথে চলে গেল।

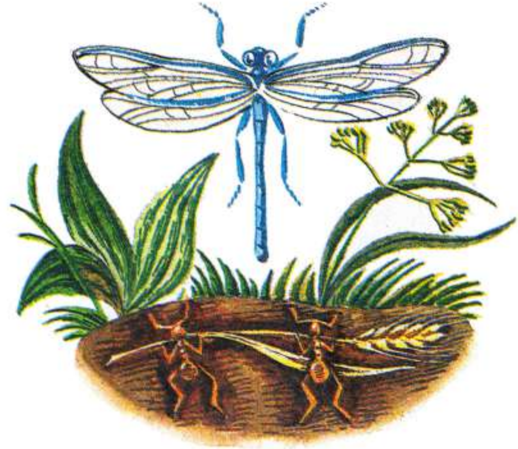

গঙ্গা ফড়িং ও পিঁপড়ে

শরৎকালে পিঁপড়েরা তাদের ভাঁড়ারের ভেজা গম শুকোচ্ছিল। এক ক্ষুধার্ত গঙ্গা ফড়িং এসে তাদের কাছে কিছু খাবার চাইল।

পিপঁড়েরা শুধাল:

'গরমকালে কেন তুমি খাবার জোগাড় করে রাখ নি?'

সে উত্তর দিল:

'আমার সময় ছিল না! কেননা সারা গ্রীষ্মকালটা আমি কেবল গান গেয়ে কাটিয়েছি।'

হেসে বলল পিপড়ের দল:

'গ্রীষ্মকাল যদি গান গেয়ে কাটিয়েছ তবে শীতকালটা নেচেই কাটাও না কেন!'

ব্যাঙ ও সিংহ

এক সিংহ উচ্চস্বরে এক ব্যাঙের ডাক শ্‌নতে পেল। আওয়াজটা এর এতই বিকট যে সে ভাবল ব্‌ঝি বা এটা কোন এক প্রকাণ্ড জন্তুর ডাক। একটু অপেক্ষা করার পর সে দেখল জলা থেকে লাফিয়ে আসছে ব্যাঙ। সিংহ তাকে থাবা মেরে চেপে বলল:

'মজার ব্যাপার! একেই নাকি আমি ভয় পেয়েছিলাম।'

নেকড়ে ও সারস

একবার এক নেকড়ের গলায় এক হাড় ফুটেছিল। সে সারসকে ডেকে বলল:

'দেখি সারসভাই তোমার ঐ লম্বা গলা দিয়ে আমার গলার হাড়টা বের করে দাও তো। আমি তোমাকে এজন্য পুরস্কার দেব।'

সারস তার মাথাশুদ্ধ লম্বা গলা নেকড়ের মুখে ঢুকিয়ে হাড় টেনে বার করে বলল:

'এবারে আমার পুরস্কার দিন।' নেকড়ে দাঁত বের করে চীৎকার করে বলল:

'আমার দাঁতের নাগালের মধ্যে তোমার মাথাটা থাকা সত্ত্বেও আমি যে সেটা চিবিয়ে খাই নি এই কি তোমার যথেষ্ট পুরস্কার নয়?'

পরিচারিকা ও মোরগ

এক মালিকানী রাত থাকতেই তার ঝিদের জাগিয়ে দিত, মোরগ ডাকলেই তাদের কাজে পাঠাত। ঝি এতে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে একবার স্থির করল মোরগকে মেরে ফেললে সে আর তাদের কর্ত্রীকে জাগাবে না। যেই ভাবা সেই কাজ। কিন্তু ফল হল উল্টো। কর্ত্রী বেশি ঘুমের ভয়ে তাদের আরো আগে ডেকে তুলতে লাগল।

কুকুর ও তার ছায়া

একবার এক কুকুর একখণ্ড মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে নদীর উপর এক সাঁকো পার হচ্ছিল। জলে তার নিজের ছায়া দেখে সে ভাবল বুঝি বা জলের মধ্যে অন্য এক কুকুর মাংস নিয়ে চলেছে। সে তখন নিজের মাংসের টুকরোটি ফেলে অন্য মাংসের টুকরো নেবার উদ্যোগ করল। কিন্তু হায়! অন্য মাংসের টুকরো তো আসলে ছিল না আর তার নিজের মাংসের টুকরো ভেসে গেল স্রোতের টানে। তাই তার কিছুই আর রইল না।

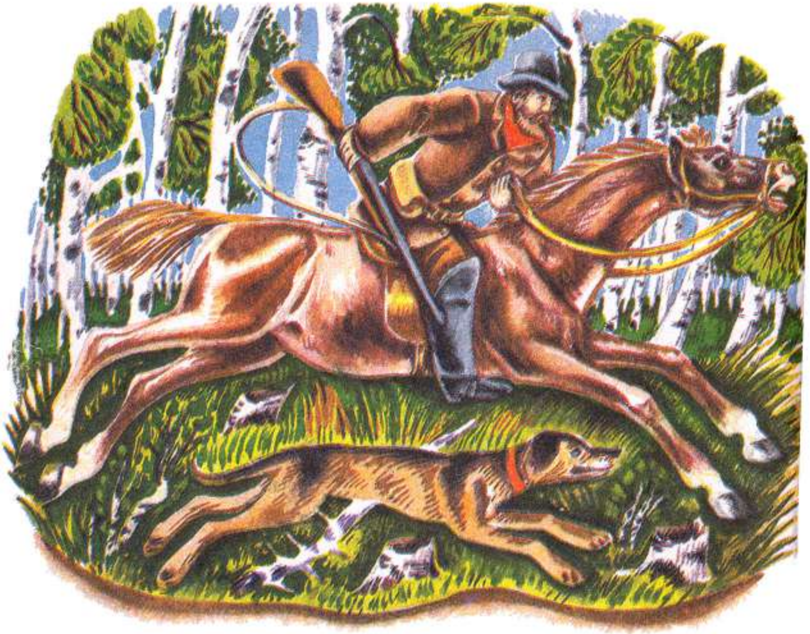

হরিণ ও হরিণছানা

এক হরিণছানা একবার এক হরিণকে জিজ্ঞাসা করল:

'আচ্ছা বল তো কুকুরের চেয়ে বড় আর দৌড়বাজ হওয়া সত্ত্বেও কুকুরকে তুমি এমন ভয় পাও কেন? আর সবচেয়ে বড় কথা যখন আত্মরক্ষার জন্য তোমার অমন চমৎকার মজবুত শিং আছে?'

হরিণ হেসে বলল:

'ওরে বাচ্চা! ব্যাপারটা হল এই যে কুকুরের ডাক শুনলেই আর কোন কিছু চিন্তার অবকাশ থাকে না — ছুটতে শুরু করি প্রাণপণ।'

শেয়াল ও আঙুরফল

এক শেয়াল একবার পাকা আঙুরফলের গুচ্ছ গাছ থেকে ঝুলতে দেখল। সেগুলো পেড়ে খাবার জন্য কতরকম চেষ্টাই না সে করল — কিন্তু হায় সবই হল বৃথা, কিছুতেই সে তা পেল না। তখন নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে বলল:

'আঙুরফল টক!'

মুরগি ও দোয়েল

এক মুরগি একবার কিন্তু সাপের ডিম দেখে তাতে তা দিতে বসল। তাই না দেখে দোয়েল বলল:

'হায়! কি বোকামি! যখন এরা বড় হবে প্রথম তুমিই এদের কবলে পড়বে।'

সিংহচর্ম পরিহিত গাধা

এক গাধা সিংহের চামড়া পরিহিত হবার ফলে সকলেই তাকে ভুল করে সিংহ বলে ভাবতে লাগল। লোকে এমন কি জন্তুরাও ভয় পেয়ে পালাত। তারপর দমকা হাওয়ায় তার সিংহচর্ম গেল খসে। সকলে দেখতে পেল এ যে এক গর্দভ। সবাই মিলে তাকে পিটতে শুরু করল।

মালী ও তার ছেলে

এক মালী তার ছেলেদের নিজের কাজ শেখাতে চেয়েছিল। মৃত্যুশয্যায় সে তার ছেলেদের ডেকে বলল:

'বাচ্চারা আমার, আমার মৃত্যুর পর আঙুরক্ষেতে খুঁজে দেখ কি ধন সেখানে লুকানো আছে।'

ছেলেরা ভাবল বাবা গুপ্তধনের কথা বলছে। তাই তারা তার মৃত্যুর পর গোটা আঙুরক্ষেতের মাটি খুঁড়ে চষে ফেলল কিন্তু পেল না কিছুই। আর আঙুর ক্ষেতটি এর ফলে এত উর্বরা হল যে সে বছর ফসল ফলল অনেক বেশি। সেই ফসল বিক্রি করে ছেলেরা হয়ে উঠল ধনী।

শেয়াল ও ছাগল

এক ছাগলের খুব তেষ্টা পেল। সে এক ঢালু কুয়োর ভেতর নেমে জলপান করল। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসতে গেল কিন্তু পারল না কিছুতেই। তখন সে প্রাণপণে ডাকতে লাগল। এই না দেখে এক শেয়াল বলল:

'আরে মূর্খ! তোমার দাড়িতে যত চুল তোমার মাথায় ততটা মগজ থাকলে নিচে নামার আগে বাইরে কিভাবে বেরবে একথা ভাবতে হত।'

সারস ও বক

সারসেরা ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, তাই চাষা ক্ষেতে সারস ধরবার জন্য জাল পেতে রাখল। কতগ‍ুলি সারস সেই জালে ধরা পড়ল। তাদের সঙ্গে একটা বকও ছিল।

বক চাষীকে বলল:

'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সারস নই বক। পাখিদের মধ্যে আমরা খ‍ুব কুলীন শ্রেণীর। আমি বাস করি তোমার বাবার বাসার

চালে। তাছাড়া আমার পালক দেখেই ব্ঝবে যে আমি সারস নই।'

চাষী বলল:

'সারসদের সঙ্গে যখন একসাথে ধরা পড়েছ তখন ওদের মতোই তোমাকেও আমি কাটব।'

জেলে ও ছোট মাছ

একদিন এক জেলে মাছ ধরল, আর কি আশ্চর্য — ছোট্ট মাছটা কথা বলে উঠল:

'জেলেভাই দয়া করে আমাকে জলে ছেড়ে দাও না কেন! দেখছ না আমি এই ছোট এতটুকুন আমাকে দিয়ে তোমার কি-ই বা লাভ হবে? তার থেকে বড় হলে আমার থেকে তোমার বেশি লাভের আশা, তখনই না হয় আমাকে ধোর তুমি।'

জেলে বলল:

'আমি তাদের মতো মূর্খ নই যারা ভবিষ্যতে বেশি লাভের আশায় হাতের পাওয়া জিনিস ছেড়ে দেয়।'

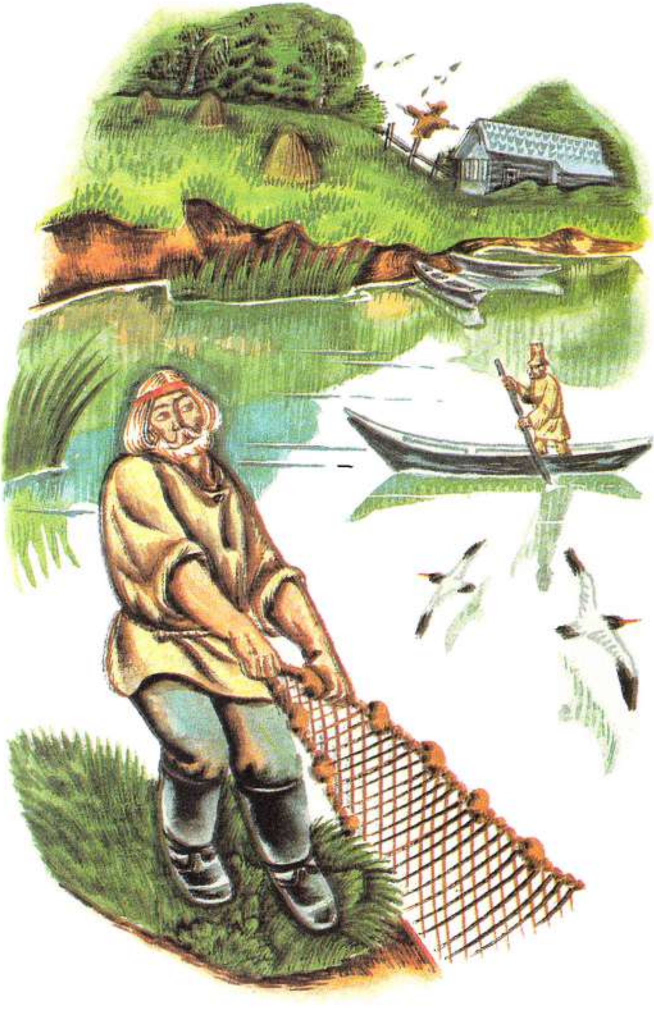

খরগোশের দল ও ব্যাঙরা

খরগোশের দল নিজেদের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল:

'মানুষ, কুকুর, ঈগল ও অন্যান্য জন্তুর শিকার হবার ভয়ে আমরা অস্থির। এমন বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। এস সবাই মিলে আমরা একসাথে ডুবে মরি।'

তাই খরগোশেরা হ্রদের ধারে ছুটে গেল ডুবে মরতে। ব্যাঙ খরগোশদের আওয়াজ পেয়ে ঝপাং করে জলে ঝাপ দিল। এই না দেখে এক খরগোশ বলে উঠল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও! কেউ ডুবে মরার চেষ্টা কোর না। ব্যাঙদের দেখ! তাদের জীবন আমাদের চেয়েও করুণ, কেন না তারা আমাদেরকেও ভয় পায়।'

বাবা ও ছেলেরা

পিতা তার পুত্রদের ডেকে বলল মিলেমিশে থাক। কিন্তু ছেলেরা তার কথা শুনল না। তখন সে তাদের একগোছা খেংরা নিয়ে আসতে বলল ও ভাঙতে বলল।

কতই না তারা কসরৎ করল কিন্তু কিছুতেই ভাঙতে পারল না। তখন বাবা গোছা থেকে আলাদা আলাদা করে ছেলেদের ভাঙতে দিল। ছেলেরা এবার খুব সহজেই কাজটা শেষ করল।

বাবা এবার ছেলেদের বললে:

'দেখলে তো এবার। তোমরাও যদি এমন মিলেমিশে বাস কর তাহলে কেউ তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি করলে সহজেই লোকে তোমাদের অনিষ্ট করবে।'

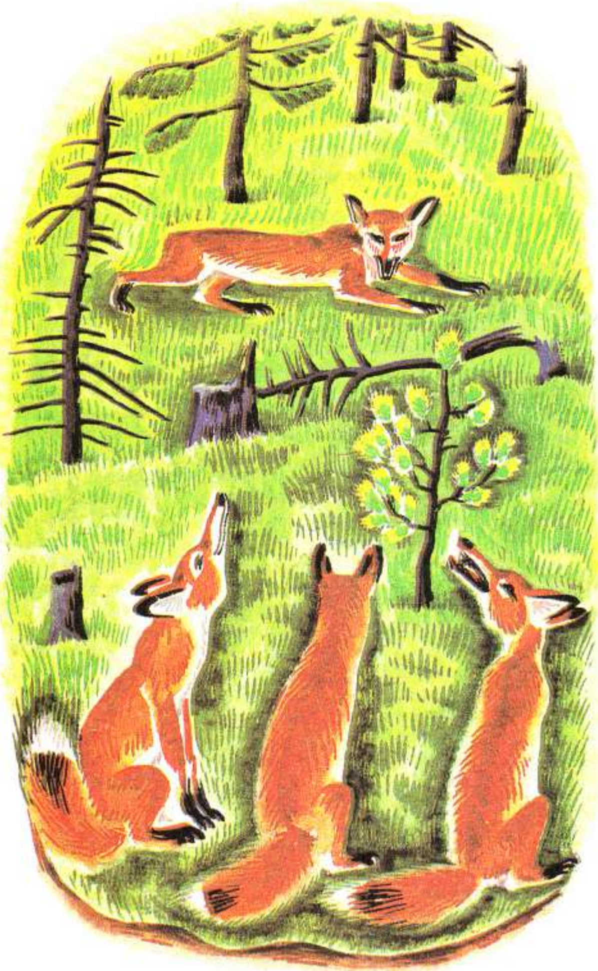

৪

শেয়াল

এক শেয়াল এক ফাঁদে আটকা পড়েছিল। কোনমতে ফাঁদ থেকে সে পালায় বটে কিন্তু বেচারার লেজ পড়ে কাটা। নিজের এই কাটা লেজের দুঃখ ও লজ্জা ভোলার জন্য সে এক ফন্দি আঁটল। সব শেয়ালকে ডেকে সে বলল:

'দেখ বন্ধুরা লেজ হচ্ছে একটা বাড়তি ঝামেলা। কেবলমাত্র বয়ে বেড়ানো ছাড়া এর আর কোন সার্থকতা নেই, তাই এস সকলেই আমরা লেজ কেটে ফেলি।'

তখন তাদের মধ্যে একজন বলল:

'তোমার লেজ থাকলে তুমি আর এমন কথা বলতে না।'

একথা শুনে লেজকাটা শেয়াল চুপচাপ চলে গেল।

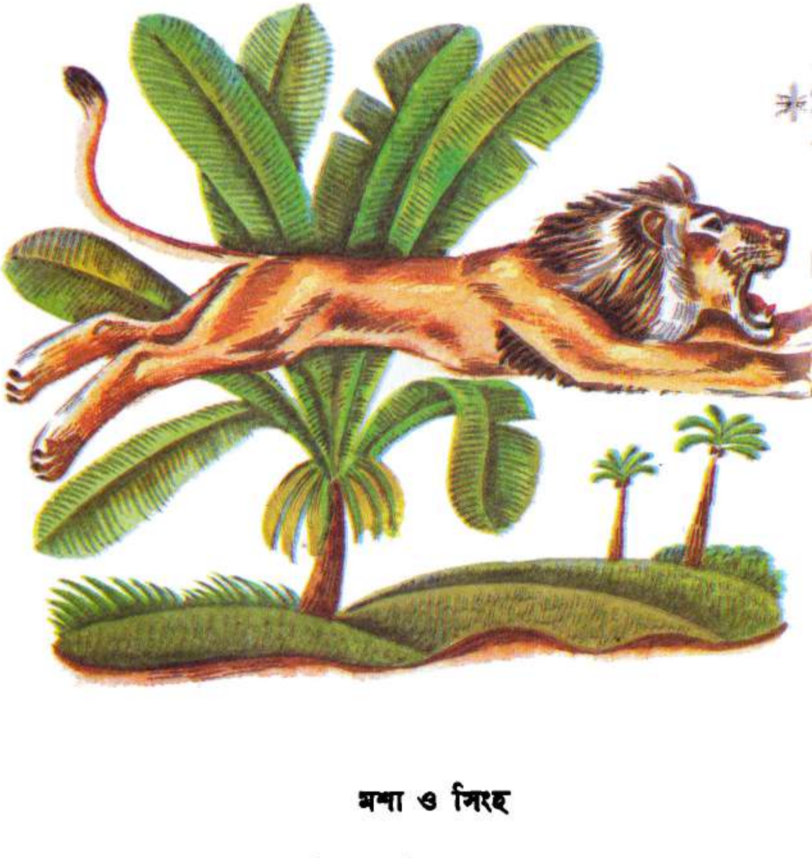

মশা ও সিংহ

একবার এক মশা সিংহকে গিয়ে বলল:

'তুমি নিজেকে খুব শক্তিশালী বলে মনে কর বটে কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। তোমার শক্তি কোথায়? কেবল ঐ থাবা আর দাঁতের জোর মাত্র। এতো মেয়েরা যখন পুরুষদের সঙ্গে ঝগড়া করে, তারাও

ওই দাঁত নখ দিয়ে আঁচড়ায়, কামড়ায়। আমি তোমার চেয়েও শক্তিশালী। এস একবার তার পরীক্ষা হয়ে যাক!'

মশা তখন প্নপ্ন করতে করতে সিংহের নাকে ম্খে ও গালে কামড়াতে লাগল। অস্থির হয়ে সিংহ নিজের থাবা তুলে মশাকে মারতে গেল, কিন্তু ফল হল সে নিজের ম্খটাকেই কেবল ক্ষতবিক্ষত করল ও ক্রমেই শ্রান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

মশা তখন আনন্দে গ্নগ্ন করতে করতে উড়ে চলল। এমন সময় হঠাৎ সে বন্দী হল এক মাকড়সার জালে ও মাকড়সা তাকে খেতে আরম্ভ করল। মশা বললে:

'বলবান সিংহ আমার কাছে হার মানল কিন্তু হায়! তুচ্ছ এক মাকড়সা আমাকে খেয়ে ফেলছে।'

কুকুর ও নেকড়ে

আঙিনার বাইরে কুকুর ঘুমোচ্ছিল। এক ক্ষুধার্ত নেকড়ে দৌড়ে এল ও কুকুরকে খেতে গেল। কুকুর তখন বলল:

'নেকড়েভাই একটু সবুর কর। এখন দেখছ তো আমি কেমন রোগা, হাড় সর্বস্ব। শিগগিরই আমার মনিব বাড়িতে বিয়ে। আর ভাল ভাল খাবারদাবার খেয়ে আমি হয়ে উঠব মোটাসোটা নাদুসনুদুস। তুমি বরং তখনই আমাকে খেও।'

নেকড়ে এই শুনে ফিরে চলল। পরের বার সে এসে কুকুরকে ছাদে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল:

'তোমার মনিব বাড়ির বিয়ে শেষ হল?'

'ওহে নেকড়ে!' বলল কুকুর, 'আমার কথা শোন, এর পরের বার তুমি উঠোনের বাইরে আমাকে ঘুমতে দেখলে উৎসবের জন্য অপেক্ষা করার আর দরকার হবে না।'

বুনো গাধা ও পোষা গাধা

একবার এক বুনো গাধার সাথে এক পোষা গাধার দেখা হলে বুনো গাধা পোষা গাধার তারিফ করতে লাগল: কী নধর দেহ, ভাল খাবার।

কিন্তু যখন পোষা গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে মুগুর মেরে তাকে চালান শুরু করল তখন সে বলল:

'না ভাই! আর আমি তোমাকে ঈর্ষা করব না। আমি দেখতে পাচ্ছি এর জন্য তোমাকে কী মূল্য দিতে হচ্ছে।'

ঘোড়া ও তার মনিব

এক মালীর এক ঘোড়া ছিল। ঘোড়াকে খাটতে হত প্রচুর কিন্তু দানাপানি ছিল অল্প। তাই সে ভগবানের কাছে অন্য মনিব প্রার্থনা করল। আর কি মজা, হলও ঠিক তাই। মালী ঘোড়াটিকে বেচে দিল এক কুমোরের কাছে। ঘোড়া খুব খুশি। কিন্তু এখানে তাকে খাটতে হোত আরো বেশি। তাই সে আবার অন্য মনিবের জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। এবং এবারও তার প্রার্থনা পূর্ণ হল। কুমোর এক চর্মকারের কাছে ঘোড়াটিকে বিক্রি করে দিল।

ঘোড়া যখন নতুন মনিবের আঙিনায় ঘোড়ারই চামড়া দেখতে পেল তখন সে আর্তনাদ করে উঠল:

'কী দুর্ভাগ্য আমার! এর চাইতে পুরনো মনিবের কাছেই ভাল ছিলাম যে; এখন দেখছি আমাকে আমার কাজের জন্য নয়, চামড়ার জন্যই বিক্রি করা হয়েছে।'

নেকড়ে ও ছাগলী

একদিন এক নেকড়ে এক ছাগলীকে পাহাড়ে ঘুরতে দেখল। কিন্তু কিছুতেই নেকড়ে ছাগলীর কাছে যেতে পারল না। তখন সে ছাগলীকে ডেকে বলল:

'ওহে ছাগলী, নিচে এস না কেন! এখানে জমি সমতল আর ঘাসগুলো তোমার খাবার পক্ষে খুবই সুস্বাদু।'

ছাগলী একথা শ্বনে বলল:

'ভাই নেকড়ে, তুমি নিচে আমাকে আমার খাবারের জন্য নয়, তোমার নিজের খাবারের জন্যই ডাকছ।'

শিংয়ালা হরিণ

একবার এক হরিণ নদীতে জলপান করতে গেল। নদীর জলে সে নিজের ছায়ায় তার বিশাল ছৎবানো শিং দেখে চমৎকৃত হল। কিন্তু তার নজর পড়ল নিজের পায়ের দিকে। সে বলল:

'কেবল আমার পাগুলোই যা খারাপ, সরু সরু।'

এমন সময় হঠাৎ এক সিংহ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। হরিণ সমতলভূমি অতিক্রম করে ছুটে পালাল। কিন্তু যেই সে জঙ্গলে ঢুকল তার শিং আটকে গেল এক গাছের ডালে আর সিংহ সহজেই ধরে ফেলল তাকে।

তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে দেখে হরিণ বলল:

'হায় হায় কী হাঁদা আমি! যাকে আমি কুৎসিৎ ও খারাপ বলে ভাবলাম সেই-ই আমার প্রাণ বাঁচাল, আর যার জন্য আমি মুগ্ধ
1৯৫৪ হলাম আমার মৃত্যুর কারণ হল সে।'

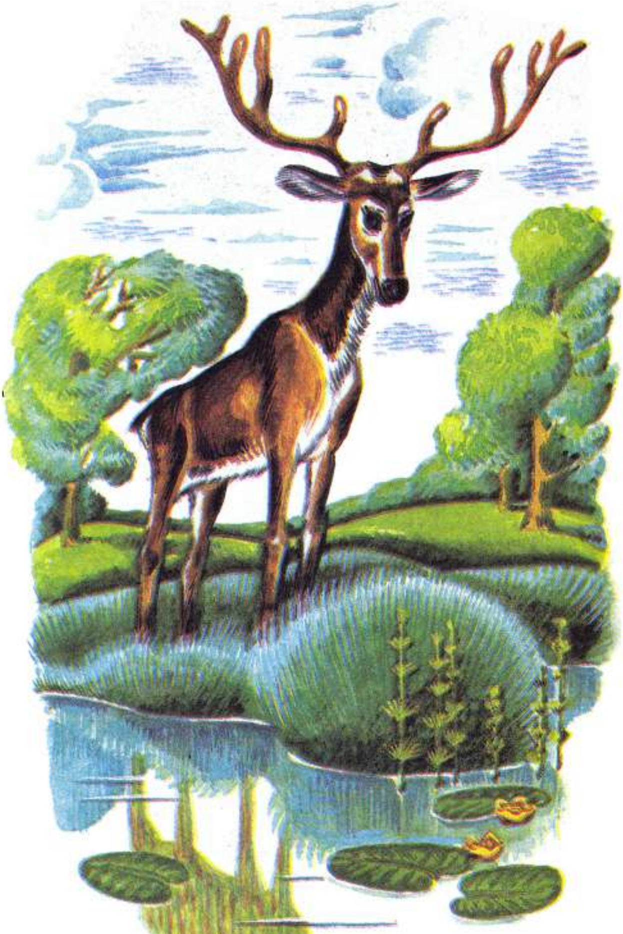

হরিণ ও আঙুরক্ষেত

এক হরিণ একবার শিকারী দলের হাত থেকে পালিয়ে এক আঙুরক্ষেতে আশ্রয় নিল। যখন শিকারী দল তার পাশ দিয়ে যেতে সে আঙুরপাতা খেতে লাগল।

গাছের পাতা নড়তে দেখে শিকারীরা ভাবল বোধ হয় ওখানে কোন জন্তু লুকিয়ে আছে। তাই তারা গুলি ছুঁড়ল হরিণের গায়ে।

মরতে মরতে হরিণ বলল:

'আমার উচিত শাস্তি হয়েছে, কেন না যে গাছের পাতা আমাকে রক্ষা করল আমি কি না তাকেই খেতে গেলাম।'

বৃদ্ধ ও মরণ

এক বুড়ো একবার কাঠ কেটে বাড়ি বয়ে আনছিল। সেটা ছিল অনেক দূরের রাস্তা। তাই সে ক্লান্ত হয়ে বোঝাটা নামাল ও বলল:

'ওঃ! মনে হচ্ছে যেন এর থেকে মরণও ভাল।'

মরণ তার কাছে এসে বলল:

'এই যে আমি, কি চাই তোমার?'

বুড়ো ভয় পেয়ে বলল:

'আমি চাই তুমি আমার বোঝাটা তুলে দাও।'

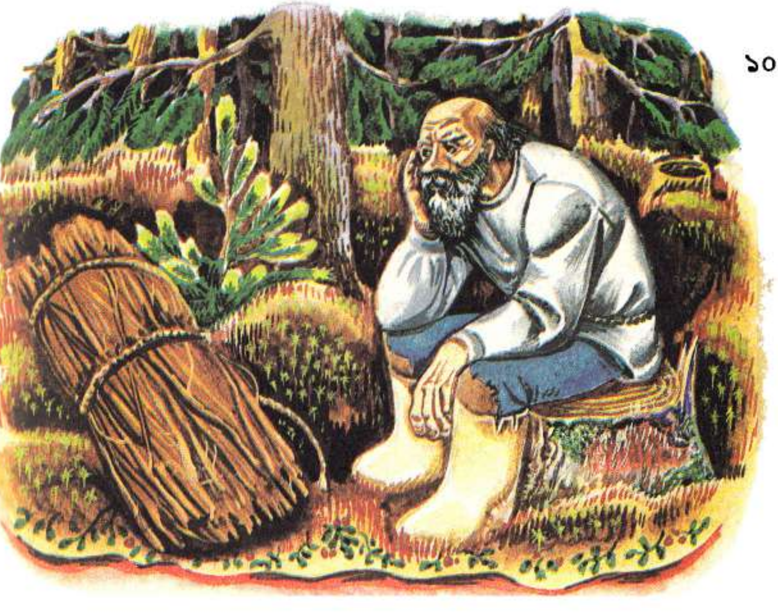

সিংহ ও শেয়াল

১০৮ সিংহ এত বুড়ো হয়েছে যে সে আর নিজের শিকার ধরতে পারে না। তাই সে মনে মনে এক ফন্দি আঁটল। সে এক গুহার মধ্যে গিয়ে অসুস্থ হয়েছে এমন ভান করে পড়ে রইল। জন্তুরা সকলে এসে তার খোঁজখবর নিতে লাগল। কিন্তু যারাই ঐ গুহার মধ্যে গেল সিংহ তাদের সকলকে ধরে খেয়ে ফেলতে লাগল। শেয়াল কিন্তু বুঝল সবই। তাই সে একদিন গুহার কাছে এসে গুহার বাইরে থেকে সিংহকে জিজ্ঞাসা করল:

'ওহে সিংহ কেমন আছ?'

সিংহ বলল:

'ভাল না। কিন্তু তুমি কেন ভেতরে আসছ না?'

তখন শেয়াল বলল:

'ভেতরে যাচ্ছি না কারণ পায়ের দাগ দেখে বুঝতে পারছি, ভেতরে যাবার পথ অনেক কিন্তু বাইরে আসার পথ নেই।'

বেড়াল ও ইঁদুরের পাল

এক বাড়িতে ছিল অনেক অনেক ইঁদুর। একদিন এক বেড়াল সেই বাড়িতে ঢুকে সব ইঁদুর ধরতে লাগল। ইঁদুরেরা দেখল গতিক মন্দ। তাই তারা বলল:

'এস আমরা সকলে বাড়ির চালে বাস করি; বেড়ালের পক্ষে এখানে ওঠা সহজ নয় আর আমরাও এখান থেকে নিচে যাব না।'

বেড়াল যখন দেখল ইঁদুরেরা আর নিচে আসে না তখন মনে মনে সে এক মতলব ভাঁজল।... সে এক থাবা ছাদের দিকে তুলে মরার ভান করে পড়ে রইল। ইঁদুরদের একজন এটা দেখে বলল:

'না ভাই, এমন কি তুমি যদি একটা বস্তাও হয়ে যাও তবুও তোমার কাছে যাচ্ছি না আর।'

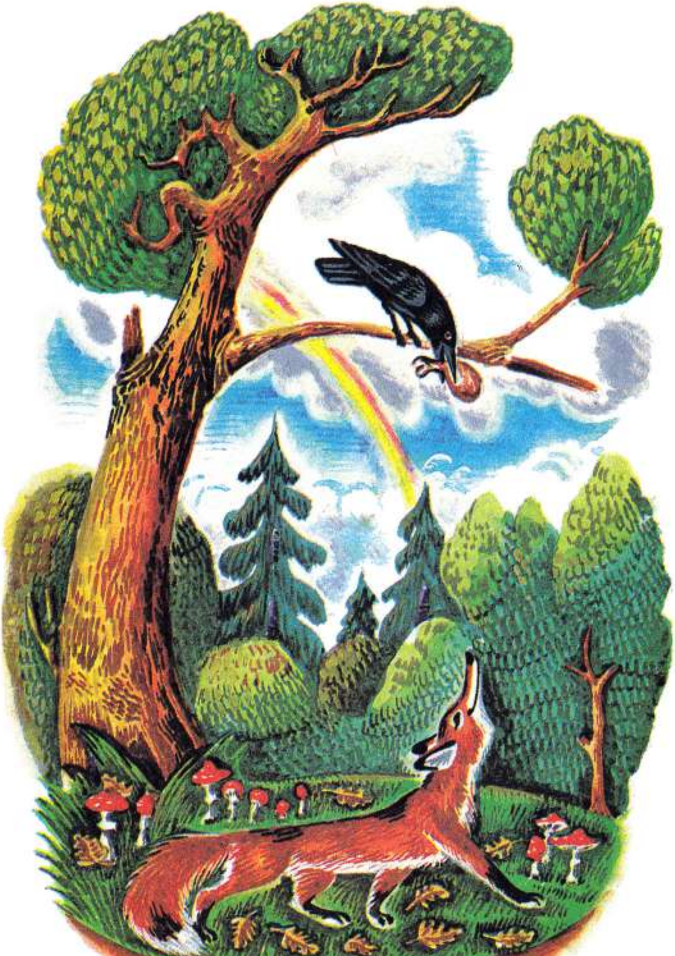

দাঁড়কাক ও শেয়াল

একদিন এক দাঁড়কাক এক টুকরো মাংস পেয়ে এক গাছে গিয়ে বসল। এই না দেখে এক শেয়াল মাংসের লোভে সেখানে এসে বলল:

'ওহে কাক! তোমার এই দীর্ঘ দেহ ও সুন্দর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি বাদশা হতে পারতে। আর যদি তোমার ভাল সুন্দর গলা হত তাহলে তো তুমি নির্ঘাতই সম্রাট বনতে।'

এই না শুনে দাঁড়কাক তার মুখ খুলে খুব জোরে ডেকে উঠল। অমনি মুখ থেকে তার মাংস গেল পড়ে আর শেয়াল অমনি তা তুলে নিয়ে বলল:

'ওহে দাঁড়কাক, মাথায় যদি তোমার একটুও বুদ্ধি থাকত তাহলে নিশ্চয় তুমি রাজা হতে পারতে।'

দুই বন্ধু

একবার দুই বন্ধু জঙ্গলে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় এক ভালুক এসে তাদের আক্রমণ করল। একজন দৌড়ে পালিয়ে এক গাছে চড়ে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু অন্যজন কিছু করতে না পেরে মাটিতে মরার ভান করে পড়ে রইল।

ভালুক তার কাছে এসে তাকে শুঁকতে লাগল। সে তার নিশ্বাসও বন্ধ করে রইল। ভালুক তার মুখ শুঁকে তাকে মরা মনে

করে চলে গেল। ভাল্লুক চলে গেলে অন্য বন্ধু গাছ থেকে নেমে হেসে জিজ্ঞাসা করল:

'ভাল্লুক তোমার কানে কানে কি বলল?'

'ভাল্লুক বলল বিপদের সময় যারা বন্ধুকে ফেলে পালায় তারা মোটেও ভাল লোক নয়।'

1১৬৪

চাষী ও জলদেবতা

একবার এক চাষীর কুড়ুলটা পড়ে গেল নদীর জলে। তার এত দুঃখ হল যে সে নদীর ধারে বসে কাঁদতে লাগল। জলদেবতা তার কান্না শুনে খুব দুঃখ পেল ও এক সোনার কুড়ুল এনে তাকে দিয়ে বলল:

'এটা কি তোমার?'

লোকটি বলল:

'না এটা আমার নয়।'

তখন জলদেবতা অন্য একটি রূপার কুঠার এনে দিল তাকে।

'এটাও আমার নয়,' লোকটি বলল আবার।

তখন জলদেবতা তার নিজের কুঠার এনে দিল তাকে। 'এটাই আমার,' বলল সে।

তখন জলদেবতা সত্যি কথা বলার জন্য ঐ তিনটি কুঠারই তাকে দিল।

লোকটি তখন বাড়ি গিয়ে তার বন্ধুদেরকে ঐ তিনটি কুড়ুল দেখাল ও সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

একজন ভাবল সে-ও এমন করবে। তাই সে গেল নদীতে, ফেলে দিল তার কুঠারটি নদীর জলে, তীরে বসে কাঁদতে লাগল। তখন জলদেবতা সোনার কুড়ুল এনে তাকে জিজ্ঞাসা করল:

'এটা কি তোমার?'

লোকটি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল, তাই সে চেঁচিয়ে উঠল:

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার।'

কিন্তু জলদেবতা সোনার কুঠারটি তাকে দিল না এমন কি তার নিজেরটিও নয়, কেন না সে মিথ্যাকথা বলেছিল।

নেকড়ে ও মেষশাবক

এক নেকড়ে দেখল এক মেষশাবক নদীর ধারে জলপান করছে। নেকড়ে মেষশাবকটিকে খেতে চাইল এবং এই জন্য সে তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল:

'তুই আমার জল ঘোলা করছিস কেন রে!'

'ওঃ নেকড়ে! আমি জল ঘোলা করলাম কোথায়? দেখছ না আমি ভাঁটির দিকে দাঁড়িয়ে আছি আর কেবল ঠোঁট ছুঁইয়ে জলপান করছি।'

'বেশ ঠিক আছে! কিন্তু গত গ্রীষ্মে তুই আমার বাবার সাথে কেন খারাপ ব্যবহার করেছিলি?' বলল নেকড়ে।

'বেশ কথা তো! গত গ্রীষ্মে আমি জন্মাই-ই নি।' মেষশাবক উত্তর দিল।

নেকড়ে বলল:

'না, তোর সঙ্গে কথায় পারা যাবে না, দেখছিস আমার খিদে পেয়েছে, তাই আমি তোকে খাব।'

সিংহ, নেকড়ে ও খেঁকশিয়াল

এক বুড়ো সিংহ অসুস্থ হয়ে তার গুহায় শুয়েছিল। একমাত্র খেঁকশিয়াল ছাড়া বনের সকল প্রাণীই তাদের রাজা সিংহকে সম্মান জানাল। নেকড়ে একবার সুযোগ পেয়ে রাজাকে খেঁকশিয়ালের বিরুদ্ধে বলতে লাগল:

'সে আপনাকে গ্রাহ্যি করে না, একবারও সে আপনাকে দেখতে এল না।'

এই শুনেই ছুটে এল শেয়াল।

সে নেকড়ের কথা শুনে ভাবল, 'দাঁড়াও নেকড়ে সুযোগ এলে তোমাকে আমি দেখাচ্ছি।'

সিংহ গর্জন করে শেয়ালকে ডাকল। কিন্তু সে তাকে বলল:

'মহারাজ, মেরে ফেলবার আগে আমাকে একটা কথা বলতে দিন। আমি আগে আসি নি কারণ আমার সময় ছিল না। আমি এখানে ওখানে ডাক্তারদের কাছে ছুটে বেড়িয়েছি কী ভাবে আপনাকে ভালো করা যায় তা জানবার জন্য। কেবল এখন জানতে পারলাম, তাই এসেছি।'

'বেশ,' বলল সিংহ, 'কি সে উপায়?'

'বলছি, জীবন্ত একটি নেকড়ের ছাল ছাড়িয়ে উষ্ণ চামড়া পরুন...'

সিংহ নেকড়েকে ছিন্ন ভিন্ন করল। আর শেয়াল হেসে বলল:

'ভাই, তোমার ঠিক হয়েছে। শাসকদের সব সময়ই ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত, মন্দ কাজে নয়।'

সিংহ, গাধা ও শেয়াল

সিংহ, গাধা ও শেয়াল খাবার খ‍্ুজতে শিকারে বের হল। সারাদিনে তারা অনেক জন্তু শিকার করল। তখন সিংহ গাধাকে ভাগ করতে বলল। গাধা সমান তিনটি অংশে ভাগ করে বলল:

'এস সকলে!'

কিন্তু সিংহ এতে খ‍ুব রেগে গেল, গাধাকে খেয়ে ফেলল শেয়ালকে বলল ফের ভাগ করতে। শেয়াল নিজের ভাগে সামান্য কিছ‍ু রেখে সবই সিংহকে দিয়ে দিল। সিংহ তাই দেখে খ‍ুশি হয়ে বলল:

'বাঃ! ব‍ুদ্ধি আছে, কে তোমাকে এমন স‍ুন্দর ভাগ করতে শেখাল?'

সে উত্তর দিল:

'গাধার কি হল তা যে আমি নিজেই দেখলাম।'

নলখাগড়া ও জলপাই গাছ

একবার নলখাগড়া ও জলপাই গাছের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী এই নিয়ে তর্ক শুরু হল। জলপাই গাছ নলখাগড়াকে এই বলে উপহাস করল যে সে বাতাসের সামনে নুয়ে পড়ে। নলখাগড়া কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। ঝড় শুরু হল, নলখাগড়া হাওয়ার দোলে আন্দোলিত হয়ে মাটিতে নুয়ে পড়ল কিন্তু ঝড়কে সহ্য করল। আর জলপাই গাছ ঝড়ের বিরুদ্ধে তার ডালপালা মেলে ধরে ভেঙে টুকরো হল।

৬

বেড়াল ও ভেড়া

এক গৃহস্থের ছিল এক বেড়াল আর এক ভেড়া। গৃহস্থ কাজ থেকে বাড়ি ফিরলে বেড়াল ছুটে গিয়ে তার হাত চাটত, নিজের গা ঘষত ও তার পিঠে লাফিয়ে পড়ত। মনিবও তাকে আদর করত, রুটি দিত।

এই না দেখে ভেড়ারও অমন আদর পেতে, রুটি খেতে ইচ্ছা হল। ১২৩
সে করল কি মনিব যেই না বাড়ি ফিরেছে অমনি দৌড়ে গিয়ে তার হাত চাটতে লাগল, মনিবের পায়ে তার গা ঘষতে লাগল। মনিবের ভারি মজা লাগল। সে ভাবল দেখা যাক না কি হয়। ভেড়া এবার পিছনে গিয়ে পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে পিঠে ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিল। মনিব পড়ে গেল।

মনিবের ছেলে দেখল যে ভেড়া তার বাবাকে পেড়ে ফেলেছে। সে চাবুক এনে ভেড়াকে আচ্ছা ধোলাই দিল।

খরগোশ

কুকুরের ভয়ে দৌড়ে খরগোশ বনে এল। বনে ছিল সে ভালই, কিন্তু মনের ভয় তার কিছুতেই আর ঘোচে না। তাই সে ভাবল আরও ভাল লুকানোর জায়গা খোঁজা যাক। এই না ভেবে সে বনের গভীরে এক গিরিখাতে গিয়ে উপস্থিত। সেখানে ছিল এক নেকড়ে, সে তাকে ধরে ফেলল। খরগোশ তখন ভাবল, 'কথাটা সত্যি, অল্পে খুশি থাক। কথায় আছে বেশি লোভ ক'র না — বেশি ভাল জায়গা খুঁজতে গিয়ে এখন আমি তার ফল পেলাম।'

খরগোশ ও কচ্ছপ

একবার এক খরগোশ ও কচ্ছপের মধ্যে তর্ক হল কে কাকে দৌড়ে হারাতে পারে। তারা ঠিক করল এক মাইল পথ দৌড়বে। খরগোশ সহজেই কচ্ছপকে অনেক অনেক পিছনে ফেলে সোজা দৌড়াল। কচ্ছপকে আর দেখা যায় না। তখন খরগোশ মনে মনে ভাবল, 'এত তাড়া কিসের? একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক না!' এই না ভেবে সে সেখানে বসল ও ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে কচ্ছপ কিন্তু থপ্‌থপ্‌ করে চলেছে তো চলেছে। খরগোশের ঘুম যখন ভাঙল সে দেখল কচ্ছপ ইতিমধ্যেই সমস্ত পথ পেরিয়ে গেছে।

ভারুই ও তার ছানারা

ওটক্ষেতে এক ভারুই পাখি তার বাচ্চা ফুটিয়েছে। কখন জমির মালিক এসে ফসল কেটে ফেলবে এই ভয়ে সে অস্থির। সে ছানাদের খাবার আনতে যাবার সময় তাদের বলল:

'বাচ্চারা আমার, মানুষেরা মাঠে এসে কে কি বলে মন দিয়ে শুনে আমাকে বোল।'

সন্ধ্যাবেলা সে বাসায় ফিরলে ছানারা বলতে লাগল:

'খুব খারাপ খবর মা, মালিক তার ছেলেদের এনে বলছিল, 'ওট পেকেছে এখন ফসল তোলার সময়। আমাদের বন্ধু ও পড়শীদের ডেকে আন সাহায্য করতে।' কাল খুব সকালেই তারা সকলে মাঠে আসবে। এটা খুবই ভয়ের কথা মা। আমাদের দূরে অন্য কোথাও নিয়ে চল।'

 মা বলল:

'ছানারা আমার ভয় পেও না, চিন্তার কিছু নেই এত তাড়াতাড়ি ওট তোলা হবে না।'

পরদিন সকাল হতেই সে উড়ে গেল খাবারের খোঁজে আর বাসায় ছানাদের বলে গেল লোকেরা কি বলে শুনতে। যখন সে ফিরল ছানারা তাদের মাকে বলতে লাগল:

'আজও মালিক ও তার ছেলে এসেছিল, বন্ধুবান্ধব ও পড়শীরা আসল না দেখে মালিক তার ছেলেকে কাল খুড়ো জ্যাঠা, ভাই, জামাই, সব আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনতে বলেছে, অবশ্য অবশ্যই ওট কাটতে হবে।'

'ভয় পেও না বাচ্চারা আমার, নিশ্চিন্তে থাক তোমরা কালও ফসল তোলা হচ্ছে না।' ভারুই বলল।

তৃতীয় দিনে বাসায় ফিরে সে ছানাদের কাছে সব কিছু জানতে চাইল। ছানারা বলল:

'মা আজও লোকটা এসেছিল তার ছেলেকে নিয়ে, অপেক্ষা করে
আত্মীয়স্বজনের, কেউই যখন এল না তখন সে বলল যে, দেখা যাচ্ছে চাষে সাহায্য করতে কেউই আসবে না, এদিকে সমস্ত ওট পেকে গেছে, 'কাস্তে তৈরি কর আমরা কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফসল তুলতে শুরু করব।' '

মা বলল:

'যখন অন্যের অপেক্ষায় না থেকে লোকে নিজেই নিজের কাজ করতে উদ্যোগী হয় তখন সে কাজ হবেই, কাজেই আর অপেক্ষা নয় এবার আমাদের অন্যত্র যাবার সময় হয়েছে।'

ময়ূর

একবার পাখিদের এক সভা বসল রাজা নির্বাচন করতে। ময়ূর তার সুন্দর পেখম মেলে নিজেকে রাজা বলতে লাগল, পাখিরা সকলেই তার পেখমের বাহারে আকৃষ্ট হয়ে তাকেই রাজা নির্বাচন করল। কিন্তু হাঁড়িচাঁচা পাখি হঠাৎ বলে উঠল:

'আচ্ছা বলো তো ময়ূর ভাই তুমি যখন রাজা হবে তখন বাজের হানা থেকে কীভাবে আমাদের তুমি রক্ষা করবে?'

ময়ূর জানত না কী বলতে হবে। তাই সে চুপ করে থাকল আর পাখিরা সন্দেহ করতে লাগল সে রাজা হবার উপযুক্ত কিনা। তাই তারা ঈগলকেই তাদের রাজা বানাল।

ভাল্লুক ও মৌমাছি

হামলা করে মৌচাকেতে
লাগল ভাল্লুক মধু খেতে
উড়ল মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে,
কামড়ায় ভাল্লুকের নাকে।
গোঙায় ভাল্লুক নাকের জ্বালায়
একেবারে গুহায় পালায়।

মৌমাছি ও পুরুষমৌমাছি

গরম পড়লে পুরুষমৌমাছিরা কর্মী মৌমাছিদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করল মধু খাওয়া নিয়ে। মৌমাছিরা বোলতাকে ডাকল তাদের ঝগড়ার মীমাংসার জন্য।

কিন্তু বোলতা বলল:

'আমি এক্ষুনি তোমাদের বিচার করতে পারি না কেন না আমি জানি না তোমাদের মধ্যে মধু তৈরি করছে কে? কর্মী ও পুরুষ তোমরা দুটো আলাদা খালি চাকে যাও। এক সপ্তাহ পরে আমি দেখব কারা ভাল ও বেশি মধু তৈরি করেছে।'

কিন্তু পুরুষমৌমাছিরা রাজী হল না, তারা বলল:

'তুমি এখনই বিচার করে রায় দাও।'

'ঠিক আছে,' বলল বোলতা, 'পুরুষেরা তোমরা আমার প্রস্তাবে রাজী হলে না কেন না তোমরা মধু তৈরি কর না, কেবল অন্যেরটা খাও। কর্মী মৌমাছি তোমরা এদের তাড়িয়ে দাও।'

তখন কর্মী মৌমাছিরাও তাই করল।

ময়ূর ও সারস

একবার এক ময়ূর ও সারসের মধ্যে তর্ক হল কে বেশি বড় এই নিয়ে।

ময়ূর বলল:

'পাখিদের মধ্যে আমি সব থেকে সুন্দর। আমার পেখম থেকে রামধনুর সব রং ঝলকায়। আর তুমি কেমন ধূসর সাদামাঠা।'

সারস উত্তর দিল:

'কিন্তু আমি খোলা আকাশে উড়তে পারি, আর তুমি ঘুরে বেড়াও কেবল কাদাটে আঙিনায়।'

ভারুই পাখি ও শিকারী

একবার এক ভারুই পাখি এক ব্যাধের জালে ধরা পড়ল। সে ব্যাধকে মিনতি করল তাকে ছেড়ে দেবার জন্য।

সে বলতে লাগল:

'তুমি যদি আমাকে ছেড়ে দাও তাহলে আমি তোমার কাজ করে দেব। আমি অন্য ভারুইদের তোমার ফাঁদে ধরিয়ে দেব।'

ব্যাধ বলল:

'ওরে দুষ্ট ভারুই, হয়তো এমনিতেই আমি তোমাকে ছেড়ে দিতাম না কিন্তু এখন তো আরো বেশি, তোমার স্বজাতির প্রতি বেইমানির জন্য তোমার ঘাড় ভেঙ্গে দেব।'

চড়ুই

১৩৪ চড়ুই একবার দেখল লোকে তিসির বীজ বুনছে। সে পাখিদের কাছে উড়ে গিয়ে বলল:

'যত শীঘ্র পার তিসির বীজগুলো জমি থেকে খুঁটে তোল। তিসি বড় হলে লোকে এ থেকে সুতো বানাবে ও তাই দিয়ে আমাদের ধরার জন্য জাল বুনবে।'

পাখিরা কেউই চড়ুই-এর কথায় কান দিল না, নিজেও সে সমস্ত তিসি বীজ খুঁটে তুলতে পারল না।

তিসির ফুল ধরল, আর চড়ুই আবার পাখিদের তিসি ফুল খুঁটতে বলল যাতে ভবিষ্যতে এটা তাদের ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। কিন্তু পাখিরা এবারেও শুনল না। তিসি পাকল, আর চড়ুই তৃতীয় বারের মত পাখিদের সাবধান করল কিন্তু পাখিরা শুনল না এবারেও। তখন চড়ুই রাগ করে পাখিদের থেকে অনেক দূরে চলে গেল ও মানুষের সঙ্গে বাস করতে লাগল।

বাজপাখি ও পায়রার দল

বাজপাখি পায়রার দলকে অনেক দূর ধাওয়া করে চলল কিন্তু ধরতে পারল না একটাকেও। তাই সে তাদের ভোলাতে এক চালাকির আশ্রয় নিল। সে পায়রার খাঁচার কাছে এক গাছে গিয়ে বসল আর পায়রাদের বলতে লাগল:

'আমার কিছুই করার নেই, তোমরা আমার খুব প্রিয়, আমি যা বলি তা শোন। আমাকে রাজা করে তোমাদের খাঁচায় আমাকে ঢুকতে দাও; আমি কোন ক্ষতি করব না বরং সেবা করব তোমাদের, অন্য কাউকেও ক্ষতি করতে দেব না।'

পায়রারা রাজী হয়ে বাজকে তাদের খাঁচায় ঢুকতে দিল। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই বাজ অন্যরকম কথা বলতে লাগল। বলল:

'আমি তোমাদের রাজা, তোমরা আমাকে মেনে চলবে। প্রতিদিন আমার খাবারের জন্য একটি করে পায়রা আমার চাই।'

এইভাবে তাই সে প্রতিদিন একটা করে পায়রা মারতে লাগল। পায়রারা অসন্তুষ্ট হয়ে কী করা যায় ভাবতে লাগল কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। তারা বলল:

'ওকে ভেতরে আসতে দেওয়াই উচিত হয় নি, কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ নেই।'

মনিব ও চাকর

এক বিয়ের উৎসব উপলক্ষে প্রচুর অতিথির সমাগম হয়েছে। পড়শী তার চাকরকে ডেকে বলল:

'দেখে এস তো বিয়েতে কত লোক হয়েছে?'

চাকর গিয়ে একটা কাঠের গুঁড়ি রাখল দরজার মুখে, তারপর বাইরের দাওয়ায় বসে অপেক্ষায় রইল কখন লোকে বাড়ি থেকে বেরয়।

লোকেরা যেতে লাগল প্রত্যেকেই প্রায় সেই কাঠের গুঁড়িতে ধাক্কা খেল। কেবল একজন বুড়ি ফিরে এসে কাঠের গুঁড়িটি সেখান থেকে সরিয়ে ফেলল।

চাকরটি এবার তার প্রভুর কাছে ফিরে গেল।

'কিরে অনেক লোক সেখানে?' জানতে চাইল মনিব।

'না, শুধু একজন, আর সেও বুড়ি।'

মনিব বলল, 'তা কি করে হয়?'

'কেন, আমি সেখানে এক কাঠের গুঁড়ি রেখেছিলাম যাতে ঠোক্কর খাচ্ছিল সবাই কিন্তু সরাচ্ছিল না কেউই, যেন তারা ভেড়ার পাল। কিন্তু বৃদ্ধাটি এটি সরিয়ে ফেলে যাতে অন্য আর কেউ ধাক্কা না খায়। একমাত্র মানুষেই এমন করে থাকে। তাই সে-ই একমাত্র প্রকৃত লোক।'

কলসী ও কড়াই

এক মাটির কলসী এক লোহার কড়াইয়ের সাথে ঝগড়া করছিল। মাটির পাত্র কড়াইকে ঘা মারাব ভয় দেখায়। আর কড়াই বলল:

'তুমি আমাকে ঘা দাও বা না দাও আমার কাছে তা সমান, কিন্তু ব্যাপার এই যে তুমি নিজেই তাতে চূর্ণ হবে।'

বাদুড়

অনেক অনেক দিন আগে পাখি ও জন্তুদের মধ্যে একবার ঘোরতর লড়াই বাধে। বাদুড় এদিকেও গেল না, ওদিকেও গেল না, দেখতে লাগল কারা জিতছে।

প্রথমে পাখিরা জিততে শুরু করলে তাদের দলে যোগ দিয়ে নিজেকে পাখি বলতে লাগল ও পাখিদের সাথে উড়তে লাগল। পরে জন্তুদের যখন জয়ী হতে দেখা গেল সে তখন তাদের কাছে গেল এবং তার দাঁত ও থাবা দেখিয়ে তাদের আশ্বস্ত করতে চাইল যে সে আসলে জন্তু ও জন্তুদের পছন্দ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাখিরাই জয়ী হল। বাদুড় তখন আবার তাদের কাছে ফিরে গেল কিন্তু তারা তাকে তাড়িয়ে দিল।

জন্তুদের কাছেও তার ফেরা সম্ভব হল না। সেই থেকে বাদুড় থাকে কুঠরিতে বা গাছের কোটরে। উড়ে বেড়ায় কেবল সন্ধ্যার পর। তারা না যায় পাখি না জন্তুর কাছে।

কৃপণ

এক কৃপণ এক ক্যাশ বাক্সে টাকা জমিয়েছিল। মাটির নিচে তা পুঁতে রেখে প্রতিদিন সে গোপনে সেটা দেখে যেত। তার চাকর এটা দেখতে পেয়ে রাত্রে সে মাটি খুঁড়ে বাক্স চুরি করল। যখন কৃপণ এসে তার বাক্স খোয়া গেছে দেখতে পেল তখন সে কাঁদতে লাগল। একজন পড়শী তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল:

'তুমি কাঁদছ কেন? টাকা দিয়ে কখনো তুমি কিছু কর নি। যাও গর্তটা দেখ গিয়ে, তোমার পক্ষে একই কথা হবে।'

চাষী আর কুকুর

কুয়োতে পড়ে যায় কুকুর। চাষী তাকে উদ্ধার করতে গেল। কুকুর কামড়ে দিল তার হাত। চাষী তাকে ফেলে দিয়ে বললে:

'তু-ই মরবি যখন তোকে বাঁচাতে চাইছি বলেই আমায় তুই কামড়াস।'

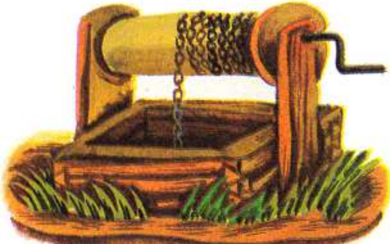

কুকুর ও লাঠি

একবার এক কুকুর মুরগিদের তাড়া করল। তার মনিব তখন তার গলায় এক লাঠি ঝুলিয়ে দিল। কুকুর তখন আঙিনায় পায়চারি করে সকলকে বলতে লাগল:

'দেখ আমার প্রভু আমাকে কত ভালোবাসেন যার জন্য তিনি অন্যান্য সকল কুকুর থেকে আমাকে আলাদা করে দিয়েছেন।'

মেষপালক

একবার এক মেষপালকের একটি ভেড়া হারিয়ে গেল। সে কত খুঁজল কিন্তু কিছুতেই পেল না। তখন সে প্রার্থনা করল যদি সে চোরকে ধরতে পারে তবে ঈশ্বরের জন্য দশ কোপেক দামের মোমবাতি জ্বালাবে। পরদিন সে জঙ্গলে গেল দেখল কয়েকটা নেকড়ে। তারা

তার ভেড়াটাকে শেষ করেছে। মেষপালক চোরদের দেখতে পেল। কিন্তু যখন নেকড়েরা তাকে ধাওয়া করল তখন সে প্রার্থনা করতে লাগল এক রুবল দামের মোমবাতি জ্বালাবে, যদি সে এদের হাত থেকে রক্ষা পায়।

খড়ের গাদায় কুকুর

একবার এক কুকুর এক গোলাবাড়ির খড়ের গাদায় শুয়েছিল। এক গরু খড় খাবার জন্য সেই গোলাবাড়িতে এসে তার গাদায় মুখ ঢোকাল। যেই না সে একমুখ খড় নিয়েছে অমনি কুকুর খেঁকিয়ে উঠে তাকে তেড়ে এল। গরু তখন পালিয়ে গিয়ে বলল:

'আশ্চর্য, সে নিজেও খাবে না, আমাকেও খেতে দেবে না।'

নেকড়ে ও হাড়

এক নেকড়ে এক হাড় নিয়ে যাচ্ছিল। কয়েকটা কুকুরছানা তার পিছু নেয়। সে তাদের টুকরো করে ফেলতে পারত, কিন্তু সে তার মুখ খুলতে ও হাড়টাকে ফেলতে চাইল না, তাই সে তাদের কাছ থেকে দৌড়ে পালাল।

কুকুর ও চোর

একদিন রাত্রে এক চোর চুরি করতে ঢুকল এক উঠোনে। কুকুর শুনতে পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল। চোর তখন এক টুকরো রুটি নিয়ে ছুঁড়ে দিল কুকুরের দিকে, কিন্তু কুকুর তা নিল না ও লাফিয়ে পড়ে চোরের পা কামড়ে ধরল।

'কেন তুমি আমাকে কামড়ালে? আমি যে তোমাকে রুটি দিলাম।' চোর বলল।

'আমি বলছি কেন। আমাকে রুটি দেবার আগে আমি জানতাম না তুমি ভালো লোক কি খারাপ লোক। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিতই জানি যে তুমি খারাপ লোক কেন না তুমি আমাকে কিনে নিতে চেয়েছিলে।'

নেকড়ে ও ঘুড়ী

১৫০ একবার এক নেকড়ের এক বাচ্চা ঘোড়ার দিকে নজর পড়ল। সে তখন ঐ পালের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল:

'তোমাদের একটা বাচ্চা খোঁড়াচ্ছে কেন? এর প্রতিকারের উপায় কি তোমার জানা নেই? আমরা নেকড়েরা এমন ওষুধ জানি যাতে আর কখনোও খোঁড়াবে না।'

তাদের মধ্যে একজন ঘুড়ী জিজ্ঞাসা করল:

'তুমি তাহলে 'খোঁড়ান' সারাতে পার?'

'নিশ্চয়ই পারি।'

'তাহলে তুমি আমার পিছনের ডান পা'টা ভালো করে দাও। আমার খুরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।'

নেকড়ে তখন ঘুড়ীর কাছে গেল। ও যেই না তার পিছনের ডান পায়ের কাছে গেছে অমনি ঘুড়ী তাকে মারল এমন চাট যে নেকড়ের দাঁতগুলো যেন গুঁড়িয়ে গেল।

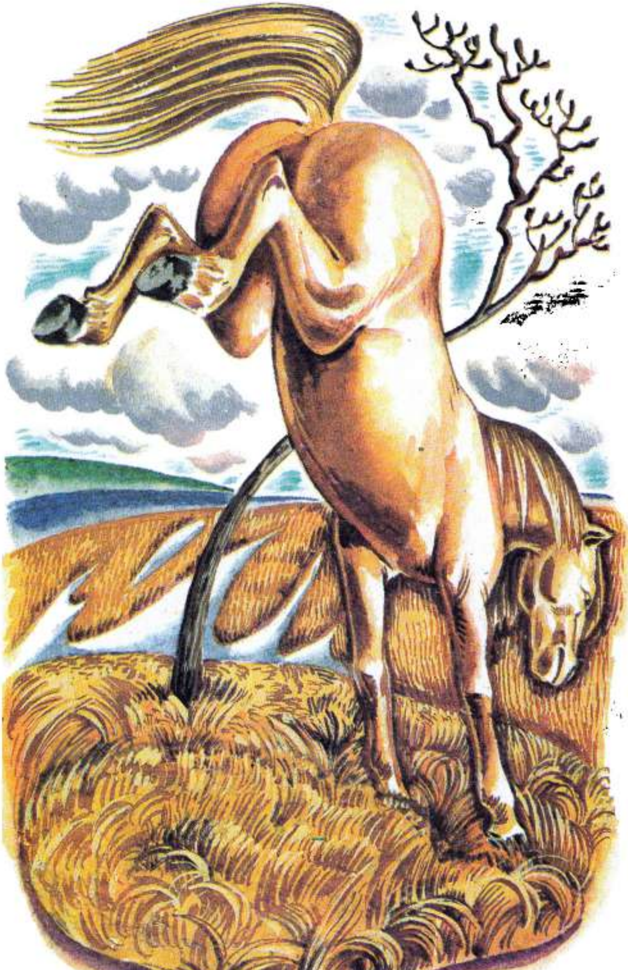

শেয়াল ও নেকড়ে

এক শেয়াল একবার এক নেকড়েকে তার দাঁতে ধার দিতে দেখে জিজ্ঞাসা করল:

'ওহে নেকড়ে, লড়াই-এর জন্য আর কেউ নেই; তবু তুমি তোমার দাঁত শানাচ্ছ কেন?'

নেকড়ে বলল:

'যতক্ষণ লড়াই করার মতো কেউ নেই ততক্ষণ আমি আমার দাঁত শানিয়ে রাখছি কেন না লড়াই-এর সময় তা শানাবার আর আমার একটুও সময় থাকবে না।'

হরিণ ও ঘোড়া

এক হরিণ একবার এক ঘোড়াকে শিং দিয়ে গঁুতিয়ে তাকে মাঠ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ঘোড়া তখন মানুষের কাছে গিয়ে তাকে রক্ষা করতে অনুরোধ করল। মানুষ তখন ঘোড়াকে রক্ষা করল আর হরিণকে দিল তাড়িয়ে, ঘোড়াকে পরাল জিন, ঘোড়া বলল:

'তোমাকে ধন্যবাদ। এবার তুমি আমাকে যেতে দাও।'

লোকটি বলল:

'না তোমাকে যে আমার কত দরকার আমি তা বুঝেছি।'

সে আর ঘোড়াকে যেতে দিল না।

দুই ব্যাঙ

গরমে পুকুর ও জলাগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। দুই ব্যাঙ তাই চলল জলের সন্ধানে। তারা লাফিয়ে এক কুয়োর ধারে গেল ও সেখানে বসে ভাবতে লাগল এর ভেতরে ঝাঁপ দেওয়া উচিত কি না?

তরুণ ব্যাঙটি বলল:

'সেখানে প্রচুর জল আছে মনে হয়, ঝাঁপানো দরকার আর আমাদের কেউ সেখানে বিরক্ত করবে না।'

কিন্তু অন্য ব্যাঙটা বলল:

'এখন ওখানে অনেক জল আছে ঠিকই কিন্তু যখন জল শুকিয়ে যাবে আমরা তখন আর ওখান থেকে বার হতে পারব না।'

নেকড়ে ও শুয়োর

এক মাদী নেকড়ে একবার এক শুয়োরকে রাতটা তাকে থাকতে দেবার জন্য বলল। শুয়োর রাজী হল। কিন্তু নেকড়ের কয়েক ছানা হল। তাই শুয়োর নেকড়েকে ফিরে যেতে বলল। নেকড়ে তখন বলল:

'তুমি কেবল নিজেরটাই ভাবছ, দেখছ না ছানাগুলো কত ছোট? একটু অপেক্ষা কর।'

শুয়োর ভাবল, 'ঠিক আছে একটু সবুর করা যাক।'

এদিকে গ্রীষ্ম চলে গেল। শুয়োর তখন আবার নেকড়েকে যাবার কথা বলল। আর নেকড়ে অমনি বলে উঠল:

'তোমার এত বড় সাহস? দেখছ না আমরা ছ'জন আছি, সবাই মিলে তোমাকে ফালা ফালা করে ফেলব।'

ষাঁড় ও ব্যাঙ

একবার এক ষাঁড় এক হ্রদের ধারে গেল যেখানে অনেক ব্যাঙের ছানা, এ ষাঁড় একটি ব্যাঙকে মাড়িয়ে ফেলে। অন্য ব্যাঙগুলি তখন ঝাঁপ দেয় জলে।

একটি ব্যাঙের বাচ্চা তার মায়ের কাছে গিয়ে বলল:

'মাগো মা, আজ আমি এক ভয়ংকর জীব দেখেছি।'

মা বলল:

'কেমন সে? আমার চেয়েও বড়?'

'অনেক অনেক বড়।'

বুড়ো ব্যাঙ তখন নিজেকে ফুলিয়ে বলল, 'এখন?'

'আরও বড়।'

মা ব্যাঙ তখন নিজেকে আরও বেশি ফোলাল।

'এর থেকেও বড়?'

'বড়, তুমি নিজেকে যতোই ফোলাও না কেন কখনোই তুমি ষাঁড়ের সমান হতে পারবে না।'

বুড়ো ব্যাঙ এই কথা শুনে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে এত ফোলাতে গেল যে শেষ পর্যন্ত ফটাস করে ফেটে মারা গেল।

ব্যাঙদের 'রাজা' চাই

একবার ব্যাঙদের মধ্যে ঝগড়া শ‍ুর‍ু হল। কেউ-ই আর তার মীমাংসা করতে পারে না। তখন তারা ভগবানকে গিয়ে বলল, 'আমাদের একজন রাজা দাও।' এমন সময় হঠাৎ তাদের সরোবরের নিকটবর্তী এক গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ল ঐ সরোবরে। ১৫৭

'এই আমাদের রাজা,' বলে ছ‍ুটে গেল ব্যাঙরা।

ডালটি কাদায় মাখামাখি হয়ে সেখানে চুপচাপ পড়ে রইল। ব্যাঙরা সাহস পেয়ে ঐ ডালে সাঁতার কেটে তাতে লাফালাফি শ‍ুর‍ু করে দিল। কিন্তু ব্যাঙরা দেখল যে তাদের শান্ত রাজা তাদের কিছ‍ুই বলছে না। তখন তারা আবার অন্য রাজার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল।

এমন সময় এক বক সেই সরোবরের উপর দিয়ে উড়ছিল এবং সে সেখানে নামল। ব্যাঙরা খ‍ুব খ‍ুশি হয়ে বলতে লাগল:

'দেখ, দেখ আমাদের আসল রাজা এসেছেন, এবার যিনি আমাদের সমস্ত কলহের নিষ্পত্তি করে দেবেন।'

কিন্তু বক যখন একটা একটা করে ব্যাঙ ধরে খেতে লাগল তখন তারা ব‍ুঝল আগের সেই শান্ত ও সাদামাটা রাজাই ছিল ভাল।

বণিক ও চোর

শাল কিনতে দুজন লোক এক বণিকের দোকানে গেল। বণিক তার সওদা ফেলে কিছু সময়ের জন্য অন্যত্র গেল। ফিরে এসে সে তার একটা শাল দেখতে পেল না। তখন বণিক ঐ লোক দুটিকে বলল:

'তোমাদের মধ্যে কেউ আমার শাল চুরি করেছে।'

তখন একজন লোক শপথ করে বলল যে সে শাল পায় নি আর দ্বিতীয়জন বলল সে শাল নেয় নি।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমরা দুজনেই চোর,' বলল বণিক। সে অনুমান করল এদের মধ্যে একজন শালটা নিয়ে অন্যজনকে দিয়েছে। সে তখন যে 'আমি শাল নিই নি' বলে শপথ করেছিল তাকে তল্লাশ করে শালটা পেল। বণিক তখন দুজনকেই বিচারের জন্য নিয়ে গেল কাজীর কাছে।

সূর্য ও বায়ু

একবার সূর্য ও বাতাসের মধ্যে এই নিয়ে তর্ক হল কে প্রথমে মানুষের পোশাক খোলাতে পারবে?

বায়ু বইতে লাগল। মানুষের পোশাক আর টুপি উড়িয়ে দিতে গেল, ফুঁসে উঠে হাট করে ফেলল কেবল পোশাকের বোতাম। কিন্তু মানুষ আবার এগুলিকে যথাযথভাবে ঠিক করে নিল। তাই হার মানল বায়ু, মানুষের পোশাক খোলাতে সে পারল না।

এবার এল সূর্যের পালা। যেই না সে তাপ দিতে শুরু করল মানুষ তার টুপি খুলে ফেলল ও কোটের বোতাম খুলতে লাগল। সূর্য আরও প্রখরভাবে তাপ দিতে শুরু করল। আরো গরম লাগতে মানুষ অস্থির হয়ে তার সমস্ত পোশাক খুলে ফেলল।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন

১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার

১১৯৮৫৯, মস্কো সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
119859, Moscow Soviet Union